জয় গোস্বামী

আজ যদি আমাকে জিগ্যেস করো

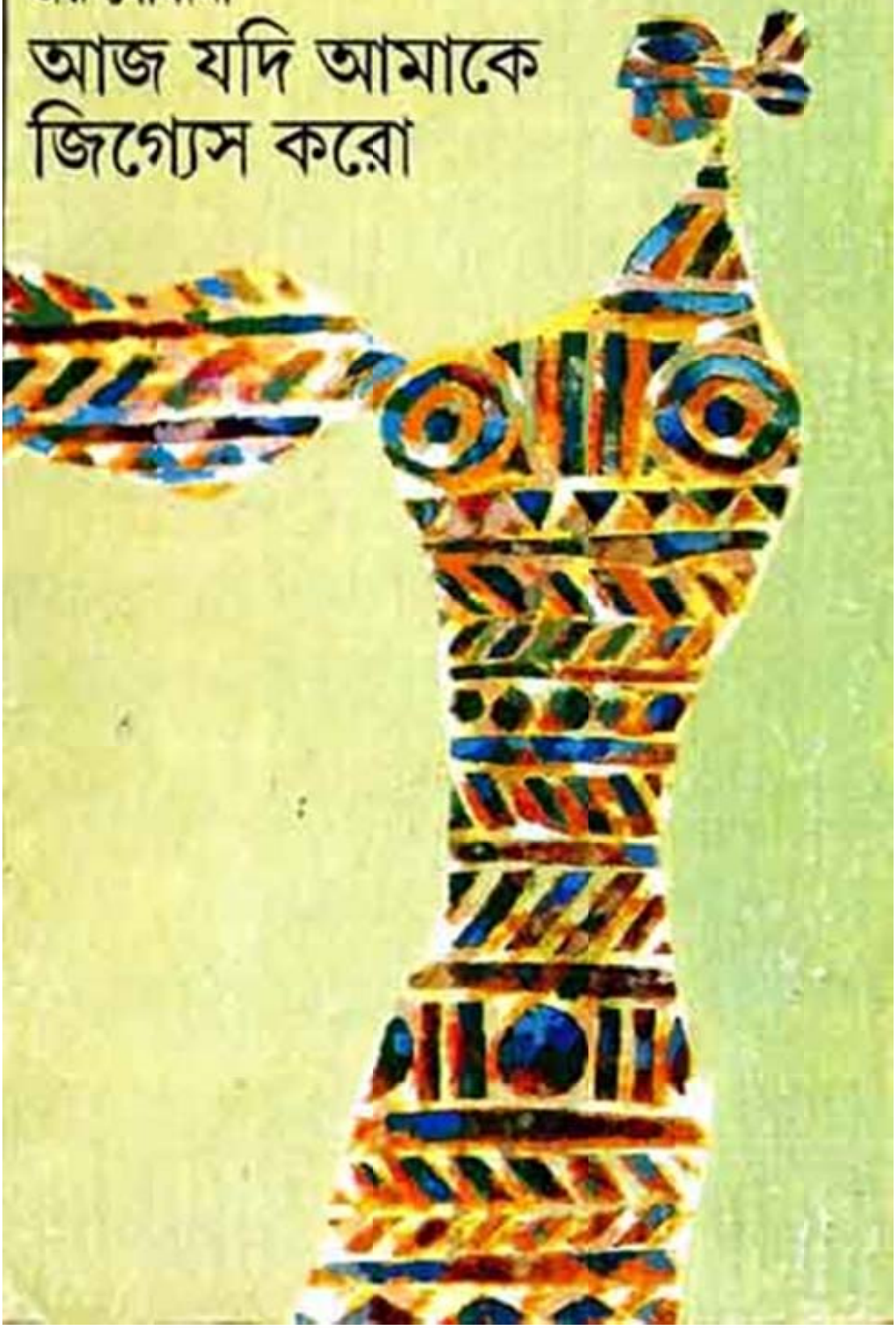

আজ যদি আমাকে জিগ্যেস করো

জয় গোস্বামী

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

এই লেখকের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ

ক্রীসমাস ও শীতের সনেটগুচ্ছ
প্রত্নজীব
আলেয়া হ্রদ
উন্মাদের পাঠক্রম
ভুতুম ভগবান
ঘুমিয়েছো, ঝাউপাতা ?
এক
কবিতাসংগ্রহ

সূচী

[প্রবেশক] ৯
প্রলাপ লিখন ১১
মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয় ১৯
রাখাল ২০
ঈশ্বর আর প্রেমিকের সংলাপ ২২
জীবিত হে নক্ষত্র সময়, ডানা ২৩
জগতে আনন্দযজ্ঞে ২৮
স্বপ্নে পাওয়া বাদল হাওয়া ৩০
মূকবধির ৩৪
গোলাপজঙ্গল ৩৫
'আজ যদি আমাকে জিগ্যেস করো' ৩৭
'আজ শ্রাবণের আমন্ত্রণে' ৪৩
ঝুলন ৪৯
করবীবনের কবিতা ৫০
যে-ছাত্রীটি নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে ৫১
আমার সামান্য মেঘ ৫২
মুহূর্ত ৫৩
দাগী ৫৪
পূর্বাচল ৫৫
ছুঁই ৫৬
মেঘবালিকার জন্য রূপকথা ৫৭
একটি দুর্বোধ্য কবিতা ৬২
জাগরণ ৬৪
পাখির বিষয়ে কবিতা ৬৫
কবে আমি বাহির হলেম ৬৬
ছুটি ৭৩
তোমাকে চিঠির বদলে ৭৪

যদি মেঘ থেকে নামে
মৃত্যু—সকল গাছ
ঘুমন্ত এই গ্রামে
জাগ্রত সব গাছ
প্রতি মৃত্যুর নামে
জন্ম পাঠায় আজ
যদি মেঘ থেকে নামে
জন্ম, তাহলে আজ
প্রতি জন্মের নামে
শুভেচ্ছা সব গাছ
আমার ঘুমের গ্রামে
শুভেচ্ছা সব গাছ…

প্রলাপ লিখন

['আমাদেরও বুকে আজ জমেছে আগুনভরা জল']

শোনো এ দীনের বাণী, কবিতা কল্পনালতা শোনো
থুতু ও বন্ধুর রক্তে জীবন কাটায় প্রভুদাস
জীবন জীবনব্যাপী মজুরী যোগাড় হেরাফেরী
টেংরি নাই, জুস নাই,কাঁহা কুচ্ছু নাই,নীলাচলে
খাটতে খাটতে জান নিকলে যায়, তবু দম দেওয়া পুতুল
পিছনে পিছনে ছোটে, ঘণ্টি মারে : 'হো নও জোয়ান !'

পরমুখাপেক্ষী দিন, কালো সূত্রপাত, মুখনাড়া—
হয়ত প্রকাশ্য নয়, ভিক্ষা তবু, হাতপাতা তবু
একদিন একদিন ক'রে ঋণ যায় দানের মকুবে
অমানী অক্রোধী দিন, অপ্রবাসী ভাড়ার বাড়িতে
পিছনে উচ্ছেদপত্র, দুয়ারে প্রস্তুত ঠেলাগাড়ি
তবুও ছপ্পর ফুঁড়ে প্রেম আসে গরীবের বাড়ি

কে বলে তেমন মাঞ্জা দিলে হাত দুনিয়াদারীতে
ছ'ড়ে যায়··· বাচ্চালোগ, লাগাও আর এক দফা তালি
দুপুরে বাজার বন্ধ, বন্ধ বাজারের কলে চান
মস্তান মস্তান খেলা—পুলিশের জীপ হয়ে ছোটো
ছেঁড়া হাফপ্যান্ট, মুখে হর্ণ দাও পিপি-ই-প পিপি-ই-প
গলায় ধুকধুকি, চলো বাবুলাল মটুয়া ধনিয়া···

নৈরাত্মারীতির সিদ্ধি, 'হায়, কী যে করি মন নিয়া ।'
শ্রম, বোঝো ? পরিশ্রম ? ঘাপ বোঝো রোজগার করার ?
জনার্দন ডাক্তারের বাড়ি বোঝো ? বাঁয়ে মনোহারী
দোকান ও দোকানীর সেই মনোহারিণী কন্যাকে ?
বোঝো তুমি এ বিকেলে কনে দ্যাখা আলো কে সাজালো ?
তোমার বোঝার 'পরে শাকের আঁটি তুলে দেওয়া ভালো

সবই তো ধুলার খেলা, সমস্তই জিলিপির প্যাঁচ
চন্দ্রকিরণের কথা লিখে হদ্দ হয়েছে চকোর
কেমন কাজলরেখা, কীরকম জুতোর ঠোক্কর
হৃদয়ে, পুঁজির পাতে, পথমাঝে, বেশ্যার গলিতে

সবই লিপিবদ্ধ আছে তবে কোন মালায় ছিলাম
বাজে নূতনের বীণা, গুরুদেব, বিভাসে ললিতে

একদা কী জানি কোন পুণ্যফল ব্যাঘাত ঘটালো
দিনগুলি যেতে চাইলো বন্দেমাতরম গেয়ে ফাঁসি
কে ধারো কাহার কড়ি ? কে প্রাণ কাঁদাও হাজারবার ?
কে গান অর্ধেক গেয়ে বন্ধ হও ? চোখ বুজে চলো কে ?
ধাক্কা খাও না ? প'ড়ে যাও না ? হতাহত হও না খবরে ?
নাকি হও ? ফাঁসি যাও ? ঘুরে আসো চোখের পলকে ?

॥ ২ ॥

শোনো এ দীনের বাণী, কবিতা কল্পনালতা শোনো
ছাই আর ক্ষুধামান্দ্য, ছন্দ আর নিঃশ্বাসগোধূলি
দোকান আর নোংরা ফুল, জ্বালা আর টিনের গেলাস
চা আর চায়ের ভাঁড়, ভাঁড় ভাঙলে মালিকের চড়
সাট্টা আর তাসবংশ, পয়সা আর পয়সার জোর
শুঁড়ি ও শুঁড়ির সাক্ষ্য, জ্ঞান গোঁসাই, 'যামিনী বিভোর…'

অথচ ভিত্তির কথা এখনো তো শুরুই করিনি
এ অবধি প্রারম্ভিক জলঘোলা, জুতো চুরি করা
এ অবধি খেই ধরা, খেই হারানো, সেই ন্যাকড়াবাজি
সাক্ষ্যপ্রমাণাদি লোপ, এবং বহুবিবাহে রাজি
এ অবধি আবশ্যিক, তুলকালাম সমষ্টিচেতনা
এরপর বাণীশিল্প, এরপরই তীরে ডোবা তরী

এখান থেকেই কিন্তু গোলাবে, গুলিয়ে দেবে সব
কাচের জানেলা 'পরে গাল রাখবে রাতপড়োশিনী
ভেবে কত ফুর্তি হলো দ্যাখো এই 'জানেলা' কথাটি—
ভেসে যাক যমুনায় প্রীতি-বই-কাগজ-কলম
তুলবো না—পায়ের তলার থেকে পা রাখার জমি
কেড়ে নিয়ে যায় যাক, আটকাবো না, আমি এরকমই

সেদিন পলক ফেলতে ভুলে গ্যাছো সন্ধ্যামণিফুল
সেদিন আমার প্রতি ভেসে এলো চোখের পাতাটি

অসম্ভব তাকিয়েছো। এ-বাজারে সে-চাওয়ার দাম
কে বা দেবে ? এ ভুবনে যে-চুম্বন আজো ওষ্ঠহারা
কে তাকে নিজের ঠোঁট পেতে বলবে—'এ নাও, ছোঁয়াও !'
কে তাকে সর্বস্ব দেবে বিনাশর্তে ?—হে অঝোরধারা
মেঘে উঠে কে দেখাবে অন্ধকার মেঘে ঢাকা তারা ?

বস্তুপিণ্ড ক্ষয় হয়। মনপিণ্ড ? গা বমি, গা বমি···
প্রণয়বঞ্চিতা সেই তরুণীর জন্য এ জীবনে
করার কী আছে আর ফিরতি ট্রেনে তুলে দেওয়া ছাড়া ?
'জায়গা আছে, বসে পড়ুন'—এই ব'লে নিশ্চিন্ত হওয়া ছাড়া ?
'না, আর লিখবেন না চিঠি, যোগাযোগ করবেন না আর !'
এইটুকু বলা ছাড়া, বলো বলো, কী আছে করার ?

বস্তুপিণ্ড ক্ষয়শীল। মনপিণ্ড গা বমি গা বমি।
পরমুখাপেক্ষী দিন, অপরে নির্ভরশীল বেলা
বয়ে যায়, চেপে বসে, ঘণ্টি মারে, পরিচিতি দেয়—
প্রভুদাস নাম নিয়ে সর্বজনসমক্ষে দাঁড়ায়
ক্রোধ। প্রতিশোধ। ক্রোধ—মধ্যিখানে এক অস্ত্রহীন
ভ্যাবলা বসে থাকে, তার মুখ চাটে সোনার হরিণ···

জনকজননী হাওয়া, বয়ে এসো, সে-চোখ মুছাও
যে-চোখ চোখের জল কী জিনিস ভুলে গ্যাছে তাও
জনকজননী মেঘ, ছায়া করো পড়োশির বাড়ি
ছায়া করো পাড়াময়, পাশাপাশি আমার ছাদেও
দুদণ্ড দাঁড়িয়ে যেও. বেশিক্ষণ থাকতে বলবো না···

আর যদি বৃষ্টি দিতে মন করো—(সে ভাগ্য আমার
হবে কি না জানি না তা)—সবাইকে যা দেবে তা-ই দিও
আমি তো নিজের স্বার্থ ছাড়া কিছু বুঝি না বিবেক
আমাকে স্বার্থই দিও। বারবার হাত পাততে আর
ভালো লাগে না। খারাপ শোনাচ্ছে বুঝি ? বেশ তবে, বেশ—
একদিন আমিও পাবো, বন্ধুগণ,টিফিনে সন্দেশ !

॥ ৩ ॥

যেন স্বপ্নে ভেসে এলো : 'আরেকবার শোনালেই তো হয়।'
কী শোনাবো ? কী শোনাবো ? গলা কাঁপছে কবিতা জানাতে,
তখনো দেখিনি ভালো—অন্ধকার ঘরে মোমবাতি
বসালো, আড়াল করলো, যাতে চোখে না লাগে আমার।
নিয়তি প্রস্তুত ছিলো, আলো এলে কী হলো জানি না—
এমন নদীর নামে, এমনই নদীর নামে নাম
বাঁধ রাখা অসম্ভব, বহুদূর ভেসে গেছিলাম !

আজো সেই ভেসে যাওয়া, সেই তীব্র ডুবে মরবার
স্মৃতি সে আঘাতপ্রাপ্ত মেঘমধ্যে প্রথম বিদ্যুৎ
স্মৃতি সে ইস্কুলগামী ছেলেটির পথিমধ্যে থেমে
গুলিখেলা দ্যাখা, আর খেলা ? সে তো এক বাজিকর
বুক অব্দি মাটিতে পুঁতে শূন্যে শুধু দুই পা সাঁতরানো…
এখনো ভুলিনি আমি, এখনো ভুলিনি কিছু, জানো ?

॥ ৪ ॥

যখন বিষাদময় দীপখানি সহনশীলার
হাতের যত্নটি পায়, হে সঞ্চয়, সকল কলুষ
হয় পরিষ্কার, যবে তামস হরণ করে গান
জ্বলে ওঠে সেজবাতি, সেজে ওঠে মদের দোকান—
ও মোহর, ঝনৎকার, একদিন রূপোর ঘড়াটি
নিজে নিজে উল্টে ফ্যালো, বিনামূল্যে গড়াও মাটিতে,
এসেছে সুখের বার্তা, তোমাকে নিলাম করে দিতে

আমি তো বিশ্বাস করি এইসব ডাক, পাল্টা ডাক
অবশ্য ভ্রূক্ষেপযোগ্য সাড়া যায় দূর দূর দেশ
ছুটন্ত বাতাস পাই চুলে ভ'রে ওঠা বালুকণা
এ হাত স্মরণযোগ্য স্পর্শ লেখো মাটির পাতায়
পাতাও মাটির থেকে উড়ে যায় নদীপারে বন
বনে সদ্‌জন্তু থাকে, উদ্‌গ্রীব, কর্তব্যপরায়ণ

আমি তো কর্তব্য করি নব নব গান বিক্রি ক'রে
আমি তো কর্তব্য করি জলে ছেড়ে দিয়ে জলঢোঁড়া

পুকুর কাটালে যত মাটি ওঠে, তা দিয়ে তো আমি
উনুন বানিয়ে দিই গ্রামে গ্রামে, কাঠ না থাকে তো
কাঠি আনি খুঁজে খুঁজে, ফুঁ লাগাই ধোঁয়া অশ্রুজলে···
তুমি খুশি ফুটিয়েছো, ধন্যবাদ জানাবো কী ব'লে !

লগন যাবে না বৃথা । চাপ, ধাক্কা, রাগ, গুপ্তচোট
ঝাপটাবে, জখম করবে, আয়ু খেয়ে রক্ত ফেলে যাবে
বাগিচায় । গুমরে উঠবে । তবু বৃথা যাবে না লগন ।
আমি বলছি, বৃষ্টিপাত, ভালো লোক হই বা না হই
ব্রাহ্মণ, ভিক্ষান্নে বাঁচি, জেনে শুনে মিথ্যেবাদী নই
আমি বলছি ভালো হবে, কালো মেয়ে, ভালো হবে তোর

অন্ধকার কৃতকাজ, ভয়াবহ আত্মসমর্পণ,
তোমার কে ভালো করবে ? নিশিকন্যা ? জলের বনিতা ?
মাদক ? জ্বরের বড়ি ? টোট্‌কা ? তাগা ? ফুল ? না পাথ্‌থর ?
অন্ধকার কৃতকাজ, দৃশ্যে দৃশ্যে, স্থানে, কালে কালে
তোমার চরিত্রপাত্র বসিয়ে দিলে বলিহারি হবে
ধিক্কার কুড়োবে তুমি, ছিছিক্কার সহাস্যে কুড়োবে !

তাহলে ভিত্তির কথা বলবার কী অধিকার আছে
আমার ?— যে-আমি ত্রস্ত, ভিনদেশীয়, ভ্রষ্ট, খানচুর ?
সকল তর্কের ঊর্ধ্বে ব্যাধিকষ্ট, সকল প্রশ্নের
নিম্নে বহমান স্রোতে উল্টে পাল্টে চূর্ণিত মস্তক···
শরীর, হাড়গোড় ভাঙা 'দ'-এর শরীরে প্রতিরোধ
নেই—শুধু সহ্য করে ক্রোধ, সুস্থসবলের ক্রোধ !

॥ ৫ ॥

মূল ক্রোধ, স্বপ্ন পাও ? সমুদ্রে অপেক্ষমাণ হাড় ?
গলগ্রহ, স্বপ্ন পাও ? অযত্নে বসানো খাদ্যথালা ?
হে ডাল, পরাস্ত রুটি, বুড়ো লঙ্কা, হে নুনবিহীন
স্বাদসহিষ্ণুতা, নাও ভেবে নাও একছিটে আচার
যা তুমি কখনো খাওনি চিন্তা করো সেইসব খাওয়া—
জলের উপরে উঠবে শক্ত কবজি, খোবলানো হাত

না, আমি চল্লিশ পেলে তুমি কেন বিয়াল্লিশ পাবে ?
না, আমি আঠেরো পেলে তুমি কুড়ি পেতেই পারো না !
না, আমি সহস্র পেলে তুমি থাকবে সেই সহস্রের
অন্তত একদাগ নিচে, নইলে সম্পর্ক ভেঙে যাবে
তে-রাত্তিরে ছিঁড়ে যাবে নারীপুরুষের যৌনসুতো—
রক্ত পড়বে । তখন কি 'পানপাতা মুছে নেবে গাল ?'

রাজন, মার্জনা করো, আশ্রয়ের সন্ধানে এসেছি
(তোমাকে বিদ্রূপ করলে জেনো এই জিভে কুষ্ঠ হবে)
এসেছি রাজার কাছে গণ্ডারের পুরু চামড়া নিয়ে
এসেছি তোমাকে দিয়ে 'হ্যাঁ' বলিয়ে নিতে বারংবার
এসেছি নিজের মাথা জলে ঠুকে, পাথরে ভাসিয়ে
এসেছি বিদীর্ণ পেট, লোক হাসাতে, নাড়িভুঁড়ি ফাঁসিয়ে

এসেছি পিঁপড়ের মতো, পাখা উঠবে বলে একদিন ।
আগুনের কুণ্ডে ঢুকবো উড়ে যাবো অগ্নি মুখে নিয়ে
বিচুলির স্তূপ, আর, পেট্রলের ট্যাঙ্ক, বারুদের
পিপে, মণ্ডা, মিঠাই, ঘি, নোট, মুদ্রা, শব কিংবা খুন
সবকিছুর মধ্যে যাবো বেরিয়ে আসবো শেষে একদিন
আকাশ পাখায় ঢাকা···পাক মারছে সমুদ্রশকুন···

হে চেষ্টা, মরীয়া হও, নরকের নদীকে চুমুকে
পান করো, ভুলে যাও কভু পান করেছিলে কিনা
হে, ছিলা, কান অবদি এসো, ক্ষমতার সীমাকে ছাড়াও
ধনুর্বিদ্যা ভুল নয় নিজেকে নিক্ষেপ করো আজো
জলে, স্থলে, অন্তঃরীক্ষে···হে অপদেবতা সাজো সাজো ।

॥ ৬ ॥

পেখম দ্যাখাচ্ছো বলে, ও ময়ূর, মেজাজ নিও না
এখনো তো বাকি আছে মেঘে মেঘে সারা বর্ষাকাল
বাকি আছে বলপ্রয়োগ, পুজো-আচ্চা উচ্চাশাপূরণ ।
কুর্নিশ লুটাতে থাকো, পট থেকে চিত্রস্থ দেবতা
নেমে এসে সামরিক অভিবাদন নিয়ে উঠে যাবে
থেকে যাবে পোড়া ধোঁয়া, সফলতা রণ-রক্ত-রণ

নিজেদের মধ্যে শুধু ল'ড়ে মরবে কয়েকটি বামন

এই নীলাঞ্জনছায়া, এই রক্ত-মসল্লা-প্রকৃতি
এই উর্দি, টুপি এই, আর এই সশস্ত্র বনাঞ্চল
এই জল, মাটি এই, মাটি আর জলে মিশে থাকা
অতীত জীবদেহ সব, মেঘ ও বিদ্যুতে ভেসে থাকা
সমস্ত আগামী প্রাণ, হে ধারণ, হে দায়িত্বভার
বাসায় বাসায় করো পক্ষিণীকে ডিমের আব্‌দার !

প্রতিভা, আপদমাত্র পদে পদে অসুবিধাকারী
প্রতিভা, আকুল খেলনা, যথাযোগ্য গ্রাহক পেলে না ?
উড়াল নির্বিঘ্নে ঘটলো, খ'সা হলো শোভা নিরীক্ষণ
নামার সময়ে দেখলে সে-অবতরণক্ষেত্রে জল
প্রতিভা, বেরিয়ে পড়ো ঝাড়া-হাত-পা পথিক আর পথ—
তৃপ্ত থাকবে না আর খণ্ড কবিতায় ভবিষ্যৎ

—'জীবন, মহাকবিতা, তিক্ত অতিরিক্ত স্বপ্ন শ্লেষে
লিখিত হয়েই আছে, যাও তুমি উদ্ধার করো পাঠ।'
—'কে, তুমি কে অসম্ভব প্রজাতির গাছ, যে এখনো
জেগে আছো একাধিক বজ্রপাত ধারণ করেও ?—'
—'যদি, আজো ডাক দাও বসন্তে বসন্তে জলঝারি
সাড়া দিতে পারি আমি, অবিশ্বাস্য সাড়া দিতে পারি।'

প্রলাপ, হে হাস্যাস্পদ, অর্থ ভেঙে দাও পদে পদে
প্রলাপ, শৃঙ্খলমুক্ত, প্রথা ছিন্ন আপদে বিপদে
প্রলাপ, তরুণ পান্থ, সমাজ সংসারে মারো থুক
যে সমাজ রাণ্ডিখানা, যে সংসার আদ্যন্ত মিথ্যুক
প্রলাপ, হে প্রাণবায়ু, ঠোক্করে ঠোক্করে স্বতঃশ্চল
বলো, উড়ে চল্ পালকি, এ মহাগগনে উড়ে চল্

॥ ৭ ॥

উড়ে চলো জংলী ফুল, উড়ে চলো কাঙালের পথ
উড়ে চলো ব্যাট উইকেট, উড়ে চলো অন্ধ দাদুভাই
উড়ে চলো বর বউ, কোল আলো করা খোকাখুকু

উড়ে চলো সোনামণি নর্দমায় ফেলে দেওয়া ভ্রূণ
উড়ে চলো ডোবা নৌকো, মাছে খাওয়া অভিযাত্রীদল
উড়ে চলো সে-মেয়েটি যে-মেয়ের প্রেম ভেঙে গ্যাছে

উড়ে চলো মলিপিসি, উড়ে চলো বুড়িদি, বীণাদি
উড়ে চলো রত্না দাস, গলা থেকে উগরে ফলিডল
যাদের মিলন হয়নি, ও যার মিলন থেমে আছে
ও যার মিলন হবে উজাড় মিলন উড়ে চলো
উড়ে চলো আবর্জনা, যত ব্যর্থ প্রাণসংকলন
চলো অগ্নিধূলিকণা, উড়ে চলো অব্যর্থ জীবন

॥ ৮ ॥

আমি নেমে চললাম অন্ধকার সমুদ্রের নিচে
আমি নেমে চললাম পৃথিবীর উদরগহ্বরে
আমার ধমনীগুলি কেটে কেটে বসানো হয়েছে
শহরের পেটে, আর, শিরাগুলি উপশিরাগুলি
হাজার কিলোমিটার ছুটে যাওয়া হাইওয়ের তলায়
চালানো হয়েছে রক্ত নিষ্কাশন করবার কাজে

আজ আমি এগিয়ে যাচ্ছি সমুদ্রের অতলে অতল
জলস্তর ; শিলাস্তর, লোহাস্তর—তারও কত নিচে
গুঁড়ি মেরে এগিয়ে যাচ্ছি উদরগহ্বরে পৃথিবীর
পিঠের উপরে নিয়ে সঞ্চরণশীল মহাদেশ
পিঠের উপরে নিয়ে দিনরাত্রিময় মহাদেশ
পিঠের উপরে নিয়ে হাজার হাজার অধিবাসী···

মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয়

বেণীমাধব, বেণীমাধব, তোমার বাড়ি যাবো
বেণীমাধব, তুমি কি আর আমার কথা ভাবো
বেণীমাধব, মোহনবাঁশি তমাল তরুমূলে
বাজিয়েছিলে, আমি তখন মালতী ইস্কুলে
ডেস্কে বসে অঙ্ক করি, ছোট্ট ক্লাসঘর
বাইরে দিদিমণির পাশে দিদিমণির বর
আমি তখন নবম শ্রেণী, আমি তখন শাড়ি
আলাপ হলো, বেণীমাধব, সুলেখাদের বাড়ি

বেণীমাধব, বেণীমাধব, লেখাপড়ায় ভালো
শহর থেকে বেড়াতে এলে, আমার রঙ কালো
তোমায় দেখে এক দৌড়ে পালিয়ে গেছি ঘরে
বেণীমাধব, আমার বাবা দোকানে কাজ করে
কুঞ্জে অলি গুঞ্জে তবু, ফুটেছে মঞ্জরী
সন্ধ্যেবেলা পড়তে বসে অঙ্কে ভুল করি
আমি তখন নবম শ্রেণী, আমি তখন ষোলো
ব্রীজের ধারে, বেণীমাধব, লুকিয়ে দেখা হলো

বেণীমাধব, বেণীমাধব, এতদিনের পরে
সত্যি বলো, সেসব কথা এখনো মনে পড়ে ?
সেসব কথা বলেছো তুমি তোমার প্রেমিকাকে ?
আমি কেবল একটি দিন তোমার পাশে তাকে
দেখেছিলাম আলোর নিচে : অপূর্ব সে আলো !
স্বীকার করি, দুজনকেই মানিয়েছিল ভালো
জুড়িয়ে দিলো চোখ আমার, পুড়িয়ে দিলো চোখ
বাড়িতে এসে বলেছিলাম, ওদের ভালো হোক !

রাতে এখন ঘুমোতে যাই একতলার ঘরে
মেঝের উপর বিছানা পাতা, জ্যোৎস্না এসে পড়ে
আমার পরে যে-বোন ছিলো চোরাপথের বাঁকে
মিলিয়ে গেছে, জানি না আজ কার সঙ্গে থাকে
আজ জুটেছে, কাল কী হবে ?—কালের ঘরে শনি
আমি এখন এই পাড়ায় সেলাই দিদিমণি
তবু আগুন, বেণীমাধব, আগুন জ্বলে কই ?
কেমন হবে, আমিও যদি নষ্ট মেয়ে হই ?

রাখাল

কৃষ্ণ যদি ছন্দ হতো কবি তাকে রাখতেন রাখাল
দিতেন পাঁচন হাতে, সে ধেনু চরাতে যেতো বনে
বালিকার হাতে কবি দুপুরের ভাত পাঠাতেন
লাগিয়ে দিতেন তাকে ভারী ভারী ব্রজাঙ্গনাদের
পিছনে, বিরক্ত করতে, জ্বালিয়ে মারতে সারাবেলা
বৃষ্টি ক'রে কবি তাকে ঝরাতেন ক্ষণে ক্ষণে আয়ান ঘোষের গৃহিণীর
কেশে, বেশে, এখানে, সেখানে—তার হাতে ধরাতেন
ফ্লুট—তাকে বলতেন 'যা, গিয়ে যাত্রার দল খোল্ ।
সিরিয়াল তৈরি কর, শ্রীকৃষ্ণ প্রেজেন্টস, যুগে যুগে
তুই তো সম্ভব, তবে
মা আমি মাখন খাইনি মা আমি মাখন খাইনি বলে,
পদ্যয় নিজের কণ্ঠে গান গাইলেই হয় ! পাবলিক মোহিত হয়ে যাবে…'
হতো, যদি ছন্দ হতো, কবি তাকে রাখতেন রাখাল, কবি, সকালবিকাল
প্রেমে পড়াতেন আর পাড়ায় পাড়ায় তাকে বহুরূপে অবতীর্ণ ক'রে
কালো কালো মেয়েগুলোর কিছু একটা গতি ক'রে দিতে বলতেন—
'তুই কিছু ব্যবস্থা কর, বরপক্ষ এত চাইছে পেরে উঠবো না,
আজ কিংবা কাল
তোকে তো আসতেই হবে, তুই এসে ব্যাটাদের খিচে দিবি খাল,
সবাই তাকিয়ে আছে তোর দিকে, কবির রাখাল !'

অথচ মুশকিল হচ্ছে, এখন কৃষ্ণের মুখে চাপ দাড়ি, গালে কাটা দাগ
লাল গেঞ্জি, ঝাঁকড়া চুল, কৃষ্ণ বসে চুল্লুর আড্ডায়
গোপের বালক নিয়ে একবার এ দলে ঢোকে, একবার ও দলে
মাঝে মাঝে চলে যায় অতিথি ভবন—
ছাড়া পায়, ফিরে আসে, আবার শেল্টার নেয়—(কবি কি তাহলে
কৃষ্ণের জামিন নিতে টিকি বেঁধে রাখবেন খুঁটিতে ?)
এখন কৃষ্ণের লক্ষ্য ; সুদামার লাশ ফেলে দেওয়া
সুদামাও কম যায় না, তার কাছেও খবর আছে, সঙ্গীসাথী নিয়ে
সেও ঠিক, সন্ধে থেকে, তৈরি আছে ব্রীজের তলায়
দুইদলই ধর্মপক্ষ, দুইদলই নারায়ণী সেনা
দুদলেই আপাতত পাঁচজন পাঁচজন…
ঘুমন্ত জি আর পি থানা, লাল আলো, ইয়ার্ডের ঘটাং ঘটাং
লাইনের এপার—আর—লাইনের ওপার

মাঝখানে নিয়তি প্রস্তুত। মাঝখানে ঘটনঅঘটন
সবার নিঃশ্বাস বন্ধ, বিড়ি জ্বলছে : এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ

এবার এ লাইন দিয়ে পাস হবে মালগাড়ি, চাল গম কয়লার ওয়াগন…

ঈশ্বর আর প্রেমিকের সংলাপ

—'সে যদি তোমাকে অগ্নিতে ফেলে মারে ?'
বিনাচেষ্টায় মরে যাবো একেবারে

—'সে যদি তোমাকে মেঘে দেয় উত্থান ?'
বৃষ্টিতে, আমি বৃষ্টিতে খানখান

—'সে যদি তোমাকে পিষে করে ধুলোবালি ?'
পথ থেকে পথে উড়ে উড়ে যাবো খালি

—'উড়বে ?—আচ্ছা, ছিঁড়ে দেয় যদি পাখা ?'
পড়তে পড়তে ধরে নেবো ওর শাখা

—'যদি শাখা থেকে নিচে ফেলে দেয় তোকে ?'
কী আর করবো, জড়িয়ে ধরবো ওকেই

বলো কী বলবে, আদালত, কিছু বলবে কি এরপরও ?
—'যাও, আজীবন অশান্তি ভোগ করো !'

জীবিত হে নক্ষত্র সময়, ডানা

যদি আমার ঠাণ্ডা না লাগত, যদি কম্প দিয়ে না আসত
জ্বর
যদি আমার নাক দিয়ে গড়িয়ে না পড়ত গরম কাঁচা
ঘিলু

যদি আমার মাথার মধ্যে ধীরে ধীরে না জমে উঠত
তেল
কোটি কোটি বছরের জমানো তেল আমার মাথার মধ্যে
টগবগ ক'রে না ফুটত যদি

যদি আমার ব্রহ্মতালু ফুটো ক'রে না ঢুকত
কয়েকশ' পাইপ
যদি আমার শীর্ষ থেকে আকাশে ছিটকে না উঠত
রক্ত মেশানো বীর্য

যদি আমার হৃৎ, অখণ্ড হৃৎপিণ্ড আমার যদি নিজে থেকেই
কড়কড় শব্দে দুভাগ হয়ে না যেত দুই অন্ধকার অলিন্দে
যদি রাতের বেলায় তার মধ্যে নেমে না পড়ত
মহিলারা আর স্ত্রীলোকেরা

আর যদি সেখানে খুঁজে না পেত কয়লার স্তর
যদি তারা শাবল গাঁইতি আর বেলচা নিয়ে
ঠংঠঙাস্ ক'রে না ভাঙত রাশি রাশি কয়লা
না কামড়াত যদি রাশি রাশি কয়লা
না গিলত যদি

যদি দেবদূত বা তাঁর সুপুত্র নিজে এসে আমাকে না বলতেন
পিনাকী, সেই প্যাগোডার মতো মেয়েছেলেটা কোথায় রে, সেই যে
তুই চা আনতে যাচ্ছিলি আমি হাত বোলাচ্ছিলাম আর
আমি চা আনতে যাচ্ছিলাম তুই হাত বোলাচ্ছিলি

যদি খনিগর্ভ থেকে দলবেঁধে উঠে না আসত বিশাল বক্ষ
অন্ধকার রমণীরা, যদি বুকে করাঘাত করতে করতে
হি হি ক'রে না কাঁদত তারা, হাউ হাউ ক'রে না হাসত যদি
আর সেই শব্দে শব্দে কুয়ো আর ডোবা আর পায়খানার ট্যাঙ্কির
ভেতর থেকে যদি হিল হিল ক'রে না বেরিয়ে আসত
কবেকার বস্তাবন্দী গুম-করা সব দোমড়া মোচড়া শরীর, তাদের
সন্তানদের শরীর

যদি আমি যে-কোনো দেয়ালেই ভালোভাবে মূত্রাঘাত
করতে পারতাম সকল লোকের মতো
আলোয়, আঁধারে চলতে পারতাম যদি সকল লোকের মতো
আমিও হতাম আর্নিং মেম্বর, যদি বেশ আমারও থাকতো
বৈধ অবৈধ নানান সব সম্পর্ক, যদি বেশ আমারও থাকতো
সংগ্রামী চেতনা, কিংবা আপোষহীন
মনোভাব কিংবা 'এও বলা যায় মা, তোমার কী মহিমা'

যদি একদিন ভোরবেলা আমার একটি হাত রূপান্তরিত না হত
গন্ধরাজের একটি শাখায়, আর কবিতাপাগল মেয়েটির কপালে
একগুচ্ছ পাতা, কেবল একগুচ্ছ পাতা ছুঁইয়ে দিয়ে যদি
না বলতাম : না মামণি, বাড়ি যাও, আমি নয়, অন্য কেউ
অন্য কেউ, সে তোমার ভাল বন্ধু হবে

যদি আমি না ঘুমতাম বাজারের মধ্যে রাত্রিবেলার নিঃঝুম
বাজারের মধ্যে কপিপাতার স্তূপের নীচে না ঘুমতাম যদি ষাঁড়ের
নাদি আর পচা আনাজতরকারি মাঝখানে ইসমাইলের বঁটির
ছায়ায় বরফদেওয়া মাছের ঝুড়ির মধ্যে ঘুমতাম যদি
মাছ হয়ে

যদি বেশ আমারও কে-জি হত ৪৭ টাকা পরদিন সকালে,
যদি আমাকে লাইন দিয়ে কিনে নিয়ে যেতেন বড়বাবু মেজবাবু
ন-বাবু ফুলবাবু, যদি কিনতেন বালতি ব্যাগ ও চাকর সহ
ববকাট বৌদি, যদি দারুণ ভাল রান্নাঘরে দারুণ যত্নে
রান্না হতাম আমি আর আমার মুড়োটা চুরি করে
পালাত পাশের বাড়ির পাজির পাঝাড়া বেড়াল

যদি হঠাৎ একদিন অর্ধেক রাতে জেগে ওঠে আমি না বুঝতাম যে আমি
অযোনিসম্ভূত
যদি না বুঝতাম যে কাব্যদেবীর স্ত্রীঅঙ্গ থেকে নয়, তাঁর
ইস্পাত নির্মিত জন্মদ্বার থেকে নয়, আমি বেরিয়েছি তাঁর
পায়ুবিবর থেকে

বেরিয়েছি আর ছিটকে পড়েছি একখণ্ড নিটোল মলের ন্যায়
ছিটকে পড়েছি যশঃপ্রার্থনার ধবধবে শাদা কমোডে
টলটল করছি স্বচ্ছ জলে
ওডোনিল, ওডোনিল

যদি আমি এই আমি না হয়ে হতাম অন্য একটি পুরুষ
আর ভালবাসতাম সেই মেয়েটিকে যে আগুনের মধ্যে
বমি করেছিল শ্বশুরবাড়ির ভাত
যদি আমি এই আমি না হয়ে হতাম একটি মেয়ে
আর ভালবাসতাম সেই ছেলেটিকে যাকে ছিন্ন ভিন্ন করেছিল
একদল ক্রুদ্ধ সমকামী

যদি আমি বখে না যেতাম, ও শঙ্খবাবু, শ্রীচরণেষু শঙ্খবাবু,
সাহিত্য সাহিত্য করে যদি চিরকাল না লাফাতাম
অল্প বয়েস থেকেই যদি উচ্ছন্নে না যেতাম আপনার কবিতা পড়ে,
যদি আমি নাচতে পারতাম তাসা-র সঙ্গে, সিটি মারতে পারতাম
যদি আমি ব্যাঞ্জো বাজাতেও শিখতাম অন্তত
চটরপটর বাজাতেও শিখতাম যদি

যদি চটরপটর বাজিয়ে বাজিয়ে ট্রেনের কামরা থেকে কামরায়
গান গাইতাম আর পয়সা তুলতাম যদি অনায়াসেই চলে যেতাম
এদেশ থেকে সেদেশ একজন চমৎকার ভিখিরি হিশেবে নাম করতাম, উঃ
ভিখিরিদেরও কী ভাল স্বাস্থ্য হয়, যদি আমি গাইতে পারতাম
রাত তিনটের গান

রাত তিনটের গান : অ্যাকাডেমি বা নেতাজি ইনডোরের নয়
রবীন্দ্রসদন বা কলামন্দিরের নয়
যদি গাইতে পারতাম বাগনান আর বেলঘরিয়া স্টেশনের
ধুলিয়া আর পলাশপুর স্টেশনের ভুবনগড় আর
কাঁচরাপাড়া স্টেশনের রাত তিনটের গান

যদি আমার গান হত শীত তাড়ানোর জন্য, যদি আমার গান হত
শীত তাড়ানোর জন্য ভিখিরিদের সমবেত হস্তমৈথুনের উল্লাস
যে-মিলন তারা কখনো পায়নি কল্পনা করেনি স্বপ্নেও, যদি
আমার গান হত সেই মিলনের সমস্ত সম্ভব অসম্ভব চূড়া, যদি হত
ধাপে ধাপে স্বর্গ, অগ্যাজিম্
স্বর্গ, অগ্যাজিম্
স্বর্গ
অগ্যাজিম্

স্বর্গ, স্বর্গের রাস্তা, স্বর্গের রাস্তায় যদি শেষরাত্রে আমাদের
তাঁবুর পর তাঁবু মাড়িয়ে না যেত ট্যাঙ্ক
যদি ঘুমন্ত আর স্বপ্নাতুর অবস্থায় স্বর্গের রাস্তায় আমাদের
তাঁবুর পর তাঁবু মাড়িয়ে না যেত ট্যাঙ্ক
যদি চুম্বনরত অবস্থায়, ওঃ যদি চুম্বন শেষ করার আগেই
আমাদের তাঁবুর পর তাঁবু মাড়িয়ে না যেত ট্যাঙ্ক
যদি সাঁজোয়ার চাকায় চাকায় পিষে না যেত যদি
একসঙ্গে মিশে না যেত আমার কিশোর দেহ তোমার কিশোরী শরীর
আর সেই মুহূর্ত থেকে, হে জীবিত নক্ষত্রসময়, ঠিক সেই মুহূর্ত থেকেই

যদি আগুনের মধ্যে আমরা না জন্মাতাম
যদি না মেঘের দিকে উঠিয়ে দিতাম আমাদের শীষ

যদি হাওয়া আমাদের নাম ধরে না ডাকত
যদি আমাদের চুলের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে আদর না করত বর্ষা
যদি আমরা ডুব না দিতাম সমুদ্রে যদি ঘোড়াসুদ্ধ লাফিয়ে
ঘোড়াসুদ্ধ লাফিয়ে যদি আমরা পাহাড় থেকে ঘোড়াসুদ্ধ লাফিয়ে

মাটিতে পড়বার বদলে হুউশ করে চাঁদের দিকে উড়ে না যেতাম
যদি আমরা আকাশ থেকে না দেখতাম মগডালের ছুটন্ত কাঠবেড়াল

যদি আমাদের হাত না হত, পা না হত
যদি আমাদের নাম না হত ঘূর্ণিহাওয়া আর জলোচ্ছ্বাস
যদি আমাদের নাম না হত বৃষ্টি আর ধান
যদি আমরা না হতাম দীপঙ্কর সংযম স্বপ্নময়
না হতাম তিস্তা শর্মিষ্ঠা বৈশাখী

যদি আমরা নিজের মধ্যে না রাখতাম অশ্রু আর আলো
যদি আমরা শরীরের মধ্যে একই সঙ্গে বইতে না পারতাম মৃত্তিকা আর বীজ
তোমার ডিম, ও বুনো কোকিল, যদি তোমার ডিম
তোমার ডিম বুকে করে যদি না আমি আগ্নেয়গিরির গহ্বর থেকে
ভেসে উঠতাম চূড়ায়

যদি সেই জ্বালামুখের দুই কিনারে দুই পা রেখে না দাঁড়াতাম
আর আকাশ ভরে উৎক্ষিপ্ত ছাতার মত ভস্মমেঘ সরিয়ে
যদি তারার হাতে আমি তুলে না দিতাম তোমার শিশু

তাহলে, তাহলে, বলো, তাহলে, তাহলে

কী হত তোমার আর কী হত আমার
কী হত আলোর গতি, কী হত পদার্থপ্রাণ
কী হত সমুদ্রশূন্যে শতাব্দী শতাব্দীব্যাপী ডানা

জগতে আনন্দযজ্ঞে

জগতে আনন্দযজ্ঞে
পেয়েছি হাত সাফাইয়ের হাত
মিলেছি চোর সাধু ডাকাত

পেয়েছি হাত সাফাইয়ের হাত
জগতে আনন্দযজ্ঞে
জেনেছি নাচন কোঁদন সার
কিছুতেই টলবে না সংসার

কিছুতেই টলবে না সংসার
জগতে আনন্দযজ্ঞে
রাখিনি গুড় গুড় ঢাক ঢাক
আমরা ভাত ছড়ালেই কাক

আমরা ভাত ছড়ালেই কাক
জগতে আনন্দযজ্ঞে
যেখানে যা রাখবি তা রাখ
আমরা চিচিং চিচিং ফাঁক

আমরা চিচিং চিচিং ফাঁক
আমাদের যা ইচ্ছে হোক গে
জগতে আনন্দযজ্ঞে
আমরা সব হারানো লোক
আকাশে ভাসিয়ে দিলাম চোখ
সাগরে ভাসিয়ে দিলাম চোখ

যা রে যা চোখ ভেসে যা দূর
আমার দূরের পলাশপুর
যেখানে বাংলাদেশের মন
ঘুমোলো মা-হারা ভাই বোন

যেখানে সাত কাকে দাঁড় বায়
সুরের ময়ূরপঙ্খী না'য়

যেখানে হাওয়ায় হাওয়ায় ডাকে
ও গান মালঞ্চী কন্যাকে
মাধব মালঞ্চী কন্যাকে

ও তারে উড়িয়ে নিলো পাখা
ও তার বৃষ্টিতে মুখ ঢাকা
অঝোর বৃষ্টিতে মুখ ঢাকা

তখন ভেসেছে নৌকাটি
হাওয়ায় ভেসেছে নৌকাটি
তলায় বাংলাদেশের মাটি

মাটিতে আমরা কয়েকজন
আমরাই নির্ধনীয়ার ধন
পেয়েছি রাজকুমারীর মন
আরে বা রাজকুমারীর মন

জানিনা থ'কবে কতক্ষণ
নাকি সে যাবে বিসর্জন
ও ঠাকুর যাবে বিসর্জন ?
ও ঠাকুর থাকবে কতক্ষণ ?

স্বপ্নে পাওয়া বাদল হাওয়া

['ভালোবাসা এসেছিল একদিন তরুণ বয়সে'
রবীন্দ্রনাথ, আরোগ্য ১৩ সংখ্যক কবিতা]

১

কখন আলো আমায় ঘুমের কালো ডালে ডালে বেঁধে দিয়েছে
তমাল
ময়ূর কখন রাত্রির সব পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে গৃহদ্বারে ফেরি
করেছে গান
আপনভোলা ও আপনভোলা, পথচারিণীর হাত এবার ভিক্ষা
দান করুক
প্রেমিকজনকে তোমার সকল শুভেচ্ছা
তোমার মতো নিঃস্বজনকে মন খুশি ক'রে দান করুক
একমুষ্টি তৃণ কেবল ধূ ধূ
একচাপড়া বালি কেবল উৎসর্গ করুক নদীবক্ষে, তাতেই হবে,
দরিদ্র ও দরিদ্র
এখন আর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে
সাহায্য আসছে ওই সাহায্য আসছে ব'লে অপেক্ষা কোরো না
কালক্ষেপ কোরো ন' আর
কে ডাক দিয়ে গেছে লোকালয়ে লোকালয়ে আমার
চিন্তার ওপারে যত অরণ্য বনানী বীথিকা সব হাওয়ায় হাওয়ায়
হয়ে উঠেছে
একেবারে যাকে বলে ক্ষ্যাপা,
ক্ষ্যাপাটে মেয়ের মতো রাস্তা দিয়ে গান গ'ইতে গাইতে
চলে যাচ্ছে কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই গো পায়ে জুতো অব্দি
নেই তাই দেখে
দূরের সব দিক দিগঞ্চল আজ ঢেউ তুলে তুলে উড়ে আসছে
এদিকপানে আর
'শ্রাবণ এসে গেছে শ্রাবণ এসে গেছে' ব'লে এই
চৈত্র মাসেও কী অবাক কাণ্ড
ঘন গভীর মেঘে মেঘে একেবারে আকুল হয়ে উঠেছে আকাশ
প্রচণ্ড কী এক
হাওয়া ছুটছে সকাল থেকে তার পাগলামোর কোনো ঠিকঠিকানা
নেই

গাছগুলোও সব মাথা ঝাঁকাচ্ছিল এতক্ষণ মাতাল হয়ে ওই ওই
উড়তে শুরু করলো আর
উড়ন্ত সেই অরণ্যের মাথায় মাথায়
বেজে উঠলো ডম্বরু, ঘন ঘন গুরু গুরু, কাজলকালো বাদল
আমার বাদল

২

এই বাদল কালো স্বপ্নে স্বপ্নে সারারাত ঘুমের তলায় তলায়
কেবল
হেঁটে বেড়ানো আমার
সারারাত সেই এক মন ভোলানো সর্পাঘাত আমার শিরে যা আর
ভুলতে পারা যায় না বাকী জীবন

সাতসাগর ও সাতসাগর, আমি কোন্ উপায়ে তোমার অতরকম
তরঙ্গের
উচ্চাবচ চূড়ায় চূড়ায় ঢেউ খেলতে লাগলাম সেদিন দিকহারানো
জেলে নৌকো
কে যেন এক প্রবালদ্বীপ মাঝপথে থামিয়ে দিল আমায়, ঘর
বাঁধালো আমাকে দিয়ে
সেই কয়েকদিনের সামান্য আশ্রয়—
তাও ছেড়ে এলাম এক ভোরবেলায় স্বপ্নের মধ্যে সেই আদেশ
শুনলাম যখন
ছেড়ে এলাম স্বজনবন্ধু ছেড়ে এলাম মাথা রাখার কোল কাউকে
কিছু না জানিয়ে ছেড়ে এলাম
শৈলে শৈলে ধাক্কা লেগে আমার জেলে নৌকো, সেই তরী
আমার
হঠাৎ ডুবে গিয়েও
ভেসে উঠলো আবার, তারপর আর আমার কোনো বারণ
শুনলো না
আমার কোনো আপত্তি রাখলো না, আমায় নিলো,
বালির চড়ায়, জেলে ডিঙ্গির উপর
আমায় নিলো অজানা সেই মেয়ে···

৩

দিনগুলির মৃত্যু। এই ধুলোর মধ্যে লুটিয়ে পড়া সন্ধে
তুমি যদি আমাকে চিনতে পেরে থাকো,
তবে দাও, আমাকে এবার বাড়ি পৌঁছে দাও
হাত ধ'রে ধ'রে ঘরে ফিরিয়ে দাও আমাকে !
আমি এক গীতিকবিতাকে অনুসরণ করতে করতে
এই এতদূর এসে পড়েছি এখন আর কিচ্ছু চিনতে পারছি না
সেই গীতিকবিতার ভিজে পায়ের ছাপ নজর করতে করতে
খুইয়ে বসেছি পরিণাম দেখার ক্ষমতা
আজ আমার চোখ পথ দেখতে দেখতে প্রায় অন্ধ
এ কথা বললে আজ নিজেরই কেমন লাগে, বিশ্বাসই হয় না
কিন্তু একদিন অন্ধকারে
পা এসে পায়ের পাতা চেপে ধরেছিল, ঠোঁট এসে
একদম মরীয়া হয়ে খুঁজে নিয়ে ছিল এই ঠোঁট
মাথাকে, বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে জোর ক'রে ডুবিয়ে মেরেছিল
সামান্য, সামান্য দুটি ঢেউ...

আর আমার সদ্য জেগে উঠতে পারা স্পন্দমান তরুণ অক্ষরের
উপর
নেশাগ্রস্তের মতো মুখ ঘষতে ঘষতে কেউ বলেছিল:
'শান্তি দিচ্ছে না শান্তি দিচ্ছে না আমাকে কিছুতেই
এক মুহূর্ত স্থির থাকতে দিচ্ছে না এই লোকটা !'

দিনগুলির মৃত্যু হলো।
ও ধুলোর মধ্যে লুটিয়ে পড়া সন্ধে
ও গাছের পিছনে লুকিয়ে পড়া সন্ধে
তোমার দুটি হাত ধ'রে বলছি—একবার, আমাকে আর
একবারের
জন্যও কি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারো না কবেকার সেই শেষ
হয়ে যাওয়া
চুম্বনে ?

কথা দিচ্ছি, তা হলে, একদম প্রথম থেকে
একদম নতুন একটা ভাষায়

আবার আমি লিখতে শুরু করবো তোমাকে…

৪

[আবাহন]
চলো সরল মৃত্যুভাষা
বাতাসপথের ঘুমন্ত এক জল
জলে সরল মৃত্যুভাষা
দৈব এসে ভর দিয়েছে শাখায়
নিশার পরে উষার পরে
ভোরে সরল মৃত্যুভাষা চল্
কাঁধের উপর চড়ুইপাখি
দৈব ভুলে কোন ফুলে যে তাকায়
ঘাসের পরে একটি শিশির
আর এক ফোঁটা জল হয়ে তার চোখে
পুষ্পশাখা, পুষ্পশাখা,
স্পর্শ দিয়ে যাও ঘুমন্তকে !

বলো সরল মৃত্যুভাষা
আগুনে যার আরম্ভ সেই ভূমি
ভূমিতে সেই বপন বলো
মৃত্যুকাল পেরিয়ে যাবে গান
পায়ের তলায় কী নদী তোর
কোথায় কোথায় বাঁক নিয়েছো তুমি
ভেজাও ভাষা জলঝারিতে
সকালবেলা মালিনীদের প্রাণ
যার কখনো প্রেম হয়নি
সে শুতে যাক রাঙানদীর কাছে
জ্বলো সরল ভাষা আমার
পাতায় পাতায় আগুন নেওয়া গাছে
পথের উপর ঘুমিয়ে পড়লো
হারানো কোন্ ভিখারিণীর ছেলে
স্পর্শ করো, পুষ্পশাখা,
স্পর্শ করো সমস্ত কাজ ফেলে ॥

মূকবধির

বাক্য লেখো মূকবধির, ঐক্য লেখো বিভেদমূলক
গোপন উস্কানি লেখো, চন্দনচর্চিত রাঙা পায়ে
লাথ্ খেতে আনন্দ কত, তাও লেখো, পার হবার দায়ে
কী দোষ দিয়েছে নাইয়া, কার চোখে পড়েনি পলক
কত বুদ্ধি নাশ হয়েছে, দুইবেলা সোনার সেলেটে
আঙুল বুলিয়ে কারা লিখে গেছে অ-আ, ক-খ, অ-আ
কোথায় কাদের মেয়ে শিখে গেছে মুখ বুজে সওয়া
সব হিসেব লিখে রাখো উদয়াস্ত রক্ত তুলে খেটে

মাণিক্য লিখোনো শুধু, উপঢৌকন লিখো না কো
লিখোনা অসভ্য কথা (আচরণ ক'রে যেতে থাকো)
আদর মার্জনা কোরো, ওষ্ঠ 'পরে ওষ্ঠ বুলাবার
ঐশ্বর্য মার্জনা কোরো, দেহ 'পরে রেখো দেহভার
মুখ ফুটে বলতে নেই এইসব বনরত্নরাশি—
আসি, যাই, আসি আমি, বক্ষে মুখ ঢেলে দিতে আসি !

এ ওর গায়ে আবীর ছুঁড়ে—
গাছের গায়ে পাতার গায়ে আবীর, আমি
পালাবো কোন দিকে ?
আগুন, আমার নিজের ওপর
আস্থা থাকছে না····

'আমার ওপর থাকছে তবে ?'
তোমার চেয়ে হৃদয়হীন
তোমার চেয়ে সত্যবান
বন্ধু আর নেই আমার !
দ্যাখো আবার নতুন ক'রে
এ গাছ থেকে ও গাছে কারা
বাতাস পাঠিয়েছে—
অশীতিপর শীতের বনে
দ্যাখো আবার কত বছর পর
একদিনের ছুটিতে এলো
তরুণ রঙদোল—
এখনো আমি দাঁড়িয়ে আছি
পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছি
মুষল ধ'রে দাঁড়িয়ে আছি
এখনো মুখ ফিরিয়ে দেখছি না
আমার পাশে স্নান করছে
কেমন করে স্নান করছে
উচ্ছ্বসিত গোলাপজঙ্গল····

আগুন, আমি হঠাৎ কিছু
ক'রে ফেলতে পারি !

'আজ যদি আমাকে জিগ্যেস করো'

আজ যদি আমাকে জিগ্যেস করো : 'এই জীবন নিয়ে
তুমি কী করেছো এতদিন ?'—তাহলে আমি বলবো

একদিন বমি করেছিলাম, একদিন ঢোঁক
গিলেছিলাম, একদিন আমি ছোঁয়া মাত্র জল
রূপান্তরিত হয়েছিলে দুধে, একদিন আমাকে দেখেই
এক অপ্সরার মাথা ঘুরে গিয়েছিল একদিন
আমাকে না বলেই আমার দুটো হাত
কদিনের জন্য উড়ে গেছিল হাওয়ায়

একদিন মদ হিসেবে ঢুকেছিলাম এক
জবরদস্ত মাতালের পেটে, একদিন সম্পূর্ণ
অন্যভাবে বেরিয়ে এসেছিলাম এক
রূপসীর শোকাশ্রুরূপে, আর তৎক্ষণাৎ
আহা উহু আহা উহু করতে করতে আমাকে
শুষে নিয়েছিল বহুমূল্য মসলিন

একদিন গায়ে হাত তুলেছিলাম
একদিন পা তুলেছিলাম
একদিন জিভ ভেঙিয়েছিলাম
একদিন সাবান মেখেছিলাম
একদিন সাবান মাখিয়েছিলাম যদি
বিশ্বাস না হয় তো জিগ্যেস করুন আমার মৃত্যুকে

একদিন কা কা করে ডেকে বেড়িয়েছিলাম সারাবেলা
একদিন তাড়া করেছিলাম স্বয়ং কাকতাড়ুয়াকেই
একদিন শুয়োর পুষেছিলাম, হ্যাঁ হ্যাঁ একদিন ছাগল
একদিন দোদোমা ফাটিয়েছিলাম, একদিন চকলেট
একদিন বাঁশি বাজিয়েছিলাম, হ্যাঁ হ্যাঁ একদিন রাধাকেও
একদিন আমার মুখ আমি আচ্ছা ক'রে গুঁজে দিয়েছিলাম
একজনের কোলে আর আমার বাকি শরীরটা তখন
কিনে নিয়েছিল অন্য কেউ কে তা আমি এখনো জানি না যদি
বিশ্বাস না হয় তো জিগ্যেস করো গিয়ে তোমার....

একদিন আমার শরীর ছিল তরুণ পাতায় ভরা
আর আমার আঙুল ছিল লম্বা সাদা বকফুল
আমার চুল ছিল একঝাঁক ধূসর রঙের মেঘ
হাওয়া এলেই যেখানে খুশি উড়ে যাবে, কেবল সেইজন্য—
একদিন মাঠের পর মাঠে আমি ছিলাম বিছিয়ে রাখা ঘাস
তুমি এসে শরীর ঢেলে দেবে, কেবল সেইজন্য—
আর সমস্ত নিষেধের বাইরে ছিল
আমার দুটো চোখ
এ নদী থেকে ও নদী থেকে সেই সে নদীতে
কেবলই ভেসে বেড়াতো তারা

সেই রকমই কোনো নদীর উপর, রোগা একটা সাঁকোর মতো
একদিন আমি পেতে রেখেছিলাম আমার সাষ্টাঙ্গ শরীর
যাতে এপার থেকে ওপারে চলে যেতে পারে লোক
কোনো বাধা-নিষেধ ছাড়াই
যাতে ওপার থেকে এপারে চলে আসতে পারে লোক
কোনো বাধা-নিষেধ ছাড়াই

সেই সাঁকোর উপর দিয়ে একদিন এপার থেকে
ওপারে চলে গিয়েছিল আসগর আলি মণ্ডলরা বাবুল ইসলামরা
সেই সাঁকোর উপর দিয়ে একদিন ওপার থেকে
এপারে চলে এসেছিল তোমার নতুন শাড়ি-পরা মা,
টেপ-জামা-পরা আমার সান্তুমাসী

একদিন সংবিধান লিখতে লিখতে একটু
তন্দ্রা এসে গিয়েছিল আমার দুপুরের ভাত-ঘুম মতো এসেছিল একটু
আর সেই ফাঁকে কারা সব এসে ইচ্ছে মতো
কাটাকুটি করে গিয়েছে দেহি পদপল্লব মুদারম্

একদিন একদম ন্যাংটো হয়ে
ছুটতে ছুটতে চৌরাস্তার মোড়ে এসে আমি পেশ করেছিলাম
বাজেট
একদিন হাঁ করেছিলাম একদিন হাঁ বন্ধ করেছিলাম
কিন্তু আমার হাঁ-এর মধ্যে কোনো খাবার ছিল না
কিন্তু আমার না-এর মধ্যে কোনো খাবার ছিল না

একদিন দুই গাল বেয়ে ঝরঝর ক'রে রক্তগড়ানো অবস্থায়
জলে কাদায় ধানক্ষেত পাটক্ষেতের মধ্যে
হাতড়ে হাতড়ে আমি খুঁজে ফিরেছিলাম আমার উপড়ে নেওয়া চোখ

একদিন পিঠে ছোরা-গাঁথা অবস্থায়
রক্ত কাশতে কাশতে আমি আছড়ে এসে পড়েছিলাম দাওয়ায়
আর দলবেঁধে, লণ্ঠন উঁচু করে, আমায় দেখতে এসেছিল গ্রামের লোক

একদিন দাউদাউ ক'রে জ্বলতে থাকা ঝোপড়ার মধ্য থেকে
সারা গায়ে আগুন নিয়ে আমি ছুটে বেরিয়েছিলাম আর
লাফ দিয়েছিলাম পচা পুকুরে
পরদিন কাগজে সেই খবর দেখে আঁতকে উঠেছিলাম
উত্তেজিত হয়েছিলাম, অশ্রুপাত করেছিলাম, লোক জড়ো করেছিলাম,
মাথা ঘামিয়েছিলাম আর সমবেত সেই মাথার ঘাম
ধরে রেখেছিলাম দিস্তে দিস্তে দলিলে—যাতে
পরবর্তী কেউ এসে গবেষণা শুরু করতে পারে যে
এই দলিলগুলোয় আগুন দিলে ক'জনকে পুড়িয়ে মারা যায়

মারো মারো মারো
স্ত্রীলোক ও পুরুষলোকের জন্য আয়ত্ত করো দু ধরনের প্রযুক্তি
মারো মারো মারো
যতক্ষণ না মুখ দিয়ে বমি করে দিচ্ছে হৃৎপিণ্ড
মারো মারো মারো
যতক্ষণ না পেট থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে পেটের বাচ্চা
মারো মারো মারো মারো মারো-ও-ও-ও

এইখানে এমন এক আর্তনাদ ব্যবহার করা দরকার
যা কানে লাগলে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে মাথার খুলি
এইখানে এমন এক সঙ্গম ব্যবহার করা দরকার
যার ফলে অর্ধেক শরীর চিরকালের মতো পুঁতে যাবে ভূগর্ভে আর
দ্রুত কয়লা হয়ে যাবে
এইখানে এমন এক থুতু নিক্ষেপ করা দরকার
যে-থুতু মুখ থেকে বেরোনো মাত্রই বিদীর্ণ হবে অতিকায় নক্ষত্ররূপে
এইখানে এমন এক গান ব্যবহার করা দরকার যা গাইবার সময়
নায়ক-নায়িকা শূন্যে উঠে গিয়ে ভাসতে থাকবে আর তাদের

হাত পা মুণ্ড ও জননেন্দ্রিয়গুলি আলাদা আলাদা হয়ে আসবে
ও প্রতিটি প্রতিটির জন্য কাঁদবে প্রতিটি প্রতিটিকে আদর করবে ও
একে অপরকে নিয়ে কী করবে ভেবে পাবে না, শেষে
পূর্বের অখণ্ড চেহারায় ফিরে যাবে
এইখানে এমন এক চুম্বন-চেষ্টা প্রয়োগ করা দরকার, যার ফলে
'মারো' থেকে 'ও' অক্ষর
'বাঁচাও' থেকে 'ও' অক্ষর
তীব্র এক অভিকর্ষজ টানে ছিঁড়ে বেরিয়ে এসে
পরস্পরের দিকে ছুটে যাবে এবং এক হয়ে যেতে চাইবে
আর আবহমানকালের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া দুই প্রেমিক-প্রেমিকার মুখ
আকাশের দিকে উত্তোলিত তাদের গোল হয়ে থাকা হাঁ
একটি অনন্ত 'ও' ধ্বনিতে স্তব্ধ হয়ে থাকবে

আজ যদি আমায় জিগ্যেস করো শত শত লাইন ধ'রে তুমি
মিথ্যে লিখে গিয়েছো কেন ?
যদি জিগ্যেস করো একজন কবির কাজ কী হওয়া উচিত
কেন তুমি এখনো শেখোনি ?—তাহলে
আমি শুধু বলবো একটি কণা,
বলবো, বালির একটি কণা থেকে আমি জন্মেছিলাম, জন্মেছিলাম
লবণের একটি দানা থেকে—আর অজানা অচেনা এক বৃষ্টিবিন্দু
কত উঁচু সেই গাছের পাতা থেকেও ঠিক দেখতে পেয়েছিল আমাকে
আর ঝরেও পড়েছিল আমার পাশে—এর বেশি আমি আর
কিচ্ছু জানি না·····

আজ যদি আমাকে জিগ্যেস করো কোন্ ব্যূহ কোন্ অন্ধকূপ
রাষ্ট্রের কোন্ কোন্ গোপন প্রণালীর ভেতর তুমি ঘুরে
বেড়িয়েছো তুমি বেড়াতে গিয়েছো কোন্ অস্ত্রাগারে তুমি চা খেয়েছো এক কাপ
তুমি মাথা দিয়ে ঢুঁসিয়েছো কোন্ হোর্ডিং কোন্ বিজ্ঞাপন কোন্ ফ্লাইওভার
তোমার পায়ের কাছে এসে মুখ রেখেছে কোন্ হরিণ
তোমার কাছে গলা মুচড়ে দেওয়ার আবেদন এনেছে কোন্
মরাল

তাহলে আমি বলবো
মেঘের উপর দিয়ে মেঘের উপর দিয়ে মেঘের উপর

আমি কেবল উড়েই বেড়াইনি
হাজার হাজার বৃষ্টির ফোঁটায় ফোঁটায় আমি
লাফিয়ে লাফিয়ে নেচে বেড়িয়েছি মাঠে আর জনপদে

আজ যদি আমায় জিগ্যেস করো :
তুমি একই বৃন্তে ক'টি কুসুম
তুমি শাণ্ডিল্য না ভরদ্বাজ
তুমি দুর্লভ না কৈবর্ত
তুমি ব্যাটারি না হাত-বাক্স
তুমি পেঁপে গাছ না আতা গাছ
তুমি চটি পায়ে না জুতো পায়ে
তুমি চণ্ডাল না মোছলমান
তুমি মরা শিলা না জ্যান্ত শিলা

তা হলে আমি বলবো সেই রাত্রির কথা, যে-রাত্রে
শান্ত ঘাসের মাঠ ফুঁড়ে নিঃশব্দে নিঃশব্দে নিঃশব্দে
চতুর্দিকে মাটি পাথর ছিটকোতে ছিটকোতে তীব্রগতিতে আমি উঠতে
দেখেছিলাম
এক কুতুব মিনার, ঘূর্ণ্যমান কুতুব মিনার
কয়েক পলকে শূন্যে মিলিয়ে যাবার আগে
আকাশের গায়ে তার ধাবমান আগুনের পুচ্ছ থেকে আমি সেদিন
দুদিকে দু' হাত ভাসিয়ে দিয়ে ঝাঁপ দিয়েছিলাম ফেনায় ফেনায় তোলপাড়
এই
সময় গর্ভে....

আজ আমি দূরত্বের শেষ সমুদ্রে আর জলের নিচে লোহার চাকা পাক খায়
আজ আমি সমুদ্রের সেই সূচনায় আর জলের নিচে লোহার চাকা পাক খায়
যা-কিছু শরীর অশরীর তা-ই আজ আমার মধ্যে জেগে উঠছে প্রবল প্রাণ
আজ আমি দুই পাখনায় কাটতে কাটতে চলেছি সময়
অতীত আর ভবিষ্যৎ দুই দিকে কাটতে কাটতে চলেছি সময় এক অতিকায়
মাছ
আমার ল্যাজের ঝাপটায় ঝাপটায় গড়ে উঠছে জলস্তম্ভ ভেঙে পড়ছে
জলস্তম্ভ
আমার নাক দিয়ে ছুঁড়ে দেওয়া ফোয়ারায় উচ্ছ্রিত হয়ে উঠছে জ্বলন্ত
মেঘপুঞ্জ

আমার নাসার উপরকার খড়্গে বাঁধা রয়েছে একটি রশি
যার অপরপ্রান্ত উঠে গেছে অনেক অনেক উপরে
এই পৃথিবী ও সৌরলোকের আকর্ষণসীমার সম্পূর্ণ বাইরে
যেখানে প্রতি মুহূর্তে ফুলে ফুলে উঠছে অন্ধকার ঈথার
সেইখানে, একটি সৌরদ্বীপ থেকে আরেক সৌরদ্বীপের মধ্যপথে
দুলতে দুলতে, ভাসতে ভাসতে চলেছে একটি আগ্নেয় নৌকা····

এর বেশি আর কিছুই আমি বলতে পারবো না

'আজ শ্রাবণের আমন্ত্রণে'

বৃষ্টি, ১০ই শ্রাবণ, ভোর
আমি বৃষ্টিকে বলি
এক দুই তিন লেখো তো মেঘের গায়ে
আগুনের মেঘে ফেটে গেলে ফুলগুলি
বলি, ছন্দকে রাখো মৃত্যুর পায়ে !

আমি বৃষ্টিকে বিশ্বাস ক'রে বলি
আঁকো তো সরল লাবণ্যরেখা আঁকো !
পাড়ার ছেলেকে ভুলে গেছো ? দেশ গাঁয়ে
যে ছিল তোমার সঙ্গী ও সহপাঠী ?
রাখো, মৃত্যুকে ছন্দের পায়ে রাখো—
আমি বৃষ্টির কাছে গিয়ে তাকে বলি
যাও, বন্ধুকে ডাকো !

কেননা তোমার বন্ধুর চোখে ছিল
লাবণ্য, আর করতলে আমলকী—
বৃষ্টি, তোমার ঘুমোনোর পথে পথে
নতুন নতুন ভাইবোন, সখাসখী

কাকলি তুলেছে, কলরব ক'রে ক'রে
মিলে গেছে আর মিশে গেছে দেশগাঁয়ে···
মনে নেই বুঝি, আমি সে-গাঁয়ের সাঁকো ?

দলবেঁধে আজ পার হয়ে যেতে যেতে
বৃষ্টি, তোমার বন্ধুকে মনে রাখো !

বৃষ্টি, ১৬ই শ্রাবণ, সন্ধ্যা
চুম্বনের স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙেছে—
ঠোঁটের ছোঁয়ায় কপাল ভেজা ।
একটি পথিক নিজের তরী খুঁজতে গেছে—
নদীর পথে, বনের পথে অনেক বিপদ
ওরে পথিক, সাবধানে যা ।

ভেবেছিলাম সেদিন বাড়ি ফিরবো না আর—
সমস্ত রাত পথেই থাকবো ।
খোয়াই থেকে কোপাই সেদিন চাঁদের আলো
ছড়িয়ে গেছে নীল আকাশে অসীম ছেয়ে—
হঠাৎ এসে পথের মধ্যে পথ আটকালো
নাম না জানা কে এক মেয়ে ।

ওকে বলবো আকাশদীপ ? ওকে বলবো
বনের মধ্যে অসময়ের বৃষ্টিধারা ?
এই বনে ওর বন্ধু থাকে ।
বৃষ্টি এলেই বাতাস কেমন ছন্নছাড়া—
কেবল ডানা ঝাপটে বেড়ায়, কেবল বলে :
'দীপ ডেকেছে অঞ্জনাকে ।'

দীপ কি ডাকে ?—আমার কিন্তু
সন্দেহ হয় ।
তার কি এমন ডাক পাঠাবার
দিন আছে আর ?

কার নামে কী বলছো তুমি ?
দীপ তো সে নয় ।
সে তো পথিক । অন্ধকারে খুঁজতে গেছে
নিজের তরী—ওগো বাতাস,
অসাবধানী,
আমি তাকে তোমার থেকে অনেক অনেক
বেশি জানি ।

সে দেখেছে, বৃষ্টি এসে থমকে দাঁড়ায়
কেমনভাবে বনের শাখে
সে বলেছে, কবিই কেবল মিলিয়ে দেবেন
দীপের পাশে অঞ্জনাকে ।

আমি জানি, সেই পথিকের চোখের তলায়
যে-অন্ধকার, সে-অন্ধকার
মুছবে না আর—

সেই কারণে
স্বপ্নে পথিক মিথ্যে মেশায় নিজের মনে

তার কপালের অকালরেখা, মুখের কোণের
ভাঙ্গা আগুন—এক মুহূর্তে ঘুচতে পারে
যে-চুম্বনে,
মিথ্যে মিথ্যে সে-চুম্বনের স্বপ্ন দেখে
ঘুম ভাঙ্গে তার—
হে অন্ধকার, হা অন্ধকার !

অন্ধকারকে নদীর পথে বনের পথে
খুঁজতে গেলে অনেক বিপদ ।
বিপদ আমি বরণ করি :
বিপদ থেকেই বন্ধু এলো,
নাম না জানা ।
একটি তরী !

অথচ সেই অন্ধকারে পাড় ভেঙ্গে যায় কী বিচ্ছেদে
পাড় ভেঙ্গে যায় পাড় ভেঙ্গে যায় বন্ধু শত্রু বন্ধু ভেদে
আমি ওসব ভাবি না আর, নদীর মধ্যে দাঁড়িয়ে উঠে
জীবনমরণ আকর্ষণে দুইহাতে দুই পাড়কে বাঁধি
প্রাণপণে দুই পাড়কে বাঁধি
ঠিক তখনই আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি আসে অঝোরধারায়
তোলপাড় সেই বৃষ্টি নদীর ভিতর দিয়ে টলতে টলতে
তখনো সেই দীপ ভেসে যায়···
আকাশরেখায়··· ।
দীপ ভেসে যায়···

দীপকে ডাকো, অঞ্জনাদি !

বৃষ্টি, ১৫ই শ্রাবণ, দুপুর
এই তো আমার ঝমঝম করতাল
এই তো আমার কর্কশ সুরধুনী
এই তো আমার দু চার মুষ্টি পথে ঘুরে ঘুরে পাওয়া
এই তো আমার ভেজা ভিক্ষের চাল

ভাতে বাড়ো এক্ষুনি !

এই তো আমার বৈরাগী-ভেক ধরা
এই তো আমার তরুণ কমণ্ডলু
এই তো আমার কাঁড়া-আকাঁড়ায় ভেদাভেদ নাহি করা
এই তো এই তো গুরুগৃহে আর চণ্ডালগৃহে আমি
পেতেছি মাটির সরা !

এই তো আমার কাঁধে মিথ্যের ঝুলি
এই তো তোমাকে ঘুমচোখে ডেকে তোলা
এই তো আমার পুবহাওয়া দেয় দোলা
এই তো আমার সরাকে পেতেছি বসুন্ধরার মতো
বাদল দিনের মেঘপড়ুয়ারা ভিড় ক'রে এলো যতো
সকলের ভোর জাগায় আমার ঝম ঝম খুশিগান—
অত ভোর-ভোর তুমি কি উঠতে পারো ?

ঘুরে ঘুরে দেখি, রাত থাকতেই, তুমি ভিক্ষের ধান
ঘরে ঘরে আজ অফিসের ভাত বাড়ো !

বৃষ্টি, ১০-১৭ই শ্রাবণ, ভোররাত্রি

রজনী, তুমি চেয়ে আছো
আমার দিকে—আমি ভুল ।
বনের পথে এসে দেখি
দীঘিতে ভাসে এলোচুল ।

রজনী, তুমি চেয়ে আছো
আমার দিকে—আমি ভোর ।
একটি পাখি মনে করে
আমার কথা । আমি ওর ?

রজনী, তুমি চেয়ে আছো
আমার দিকে, সেই পাখি
বলে যে আমি নাকি গান
এখনো সুর দেওয়া বাকি

রজনী, তুমি চেয়ে আছো…
আমি তো খুলে রাখা বই
আমার প্রত্যেক পাতা
বলেছে : 'তাকে জাগাবোই !'

জাগাবো কাকে ? তুমি জানো ?
যখন ডানা থেকে নামি
রজনী, তুমি শুধু জানো
কী ভাবে ভালোবাসি আমি !

রজনী, তুমি চেয়ে আছো
আমার দিকে তারাভরা
আগুনে স্নান ক'রে এসে
শেখাবে চুম্বন করা

হঠাৎ দুর্যোগ শুরু
বৃষ্টিঝড় নদীতীরে
কী ভাবে বাড়ি যাবো আমি ?
ধীরে রজনী, চলো ধীরে…

রজনী, এই দুর্যোগে
আমি কোথায় ? আমি কার ?
একটি বিদ্যুতে দেখি
আমার জন্মের পার :

তেমনই চেয়ে আছো তুমি
সাঁতরে আমি উঠলাম
পাথর-কাদা-পৃথিবীতে
সাগরে ভেসে আসা প্রাণ

বৃষ্টি থেমে যেতে ঘুম
ভাঙ্গলো, সারাদেহ ভিজে
রজনী, ফিরবার পথে
খেয়া চালাবো আমি নিজে

রজনী, তুমি চেয়ে থাকো
আমার দিকে চেয়ে থাকো
বৃষ্টি থেমে যাওয়া মেঘে
আমি যে নিশা অবসান

প্রথম জন্মের থেকে
ভিতরে সঞ্চিত রাখি
ভিতরে বয়ে নিয়ে চলি
একটি মৃত্যুর প্রাণ !

ঝুলন

আমি আকাশপথে তাকাই
আমি তাকাই ফুলরথে
দেখি সবুজ সাদা সাদা সবুজ টাকাই
শুধু ছড়িয়ে আছে পথে

টাকা কুড়িয়ে নিতে না যাই, যদি না যাই ?
পাবো দু চার মুঠো বালি
তাই ধিনাক্ ধিন্ ধিনাক্ ধিন্ বাজাই
এই ঢোলক দেশোয়ালী

মাপা ছন্দমিলে পুকুরঘাট বাঁধাও কি না বাঁধাও
তাতে যায় আসে না কিছু
যদি জায়গামতো ঘা দাও, ভালো ঘা দাও
ঘোড়া জল না খাক আসবে পিছু পিছু

আমি দিনের বেলা দু চার মুঠো যা খাই
দেখি রাত্রে তাই গরল, কড়া গরল
যদি উগরে দিতে ঝাঁকাই, মাথা ঝাঁকাই
তবে তোমরা বলো সবল, বড়ো সরল

আর আমার আছে পথ, পথের ধুলো
আমি ধুলোর পায়ে পড়ি
কবে খেলেছি দোল, এবার তবে ঝুলন
যাবো তোমায় নিয়ে ধুলোয় গড়াগড়ি

তবু ধুলোয় শুয়ে আকাশপথে তাকাই
ওড়ে আকাশ কেটে ছুরির পর ছুরি ভবিষ্যতে
আজ ঝুলন, তাই ধিনাক ধিন ধিনাক্ ঢোল বাজাই
আর কসাই টাকা কুড়িয়ে নেয় পথে····

করবীবনের কবিতা

ছাই ফুরোলো দুপুরবেলা, মেঘ কুড়োলাম মাঠে
প্রজাপতির দয়ার ভারে করবী সেই বোন
লজ্জা দিলো চোখে আমার, সুয্যি দিলো পাটে
মেঘ ফুরোলাম সন্ধ্যেবেলা সাঁঝ কুড়োলাম মন

অশোক পলাশ বন্ধু ছিল, ঢেউ দিয়েছে তাকে
মনের উপর জোর চলে না, করবী সেই মন
রাত কাটালো সঙ্গে আমার—(কীভাবে রাত কাটে ?)
প্রথম দিন তো মেঘ বলেছি, 'ভোর' বলি এখন ?

যে-ছাত্রীটি নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে

কী বুঝেছে সে-মেয়েটি ?
সে বুঝেছে রাজুমামা মায়ের প্রেমিক ।

কী শুনেছে সে-মেয়েটি ?
সে শুনেছে মায়ের শীৎকার ।

কী পেয়েছে সে-মেয়েটি ?—সে পেয়েছে জন্মদিন ?
চুড়িদার, আলুকাবলি—কু-ইঙ্গিত মামাতো দাদার ।

সে খুঁজেছে ক্লাস নোট, সাজেশন—
সে ঠেলেছে বইয়ের পাহাড়

পরীক্ষা, পরীক্ষা সামনে—দিনে পড়া, রাত্রে পড়া—
ও পাশের ঘর অন্ধকার

অন্ধকারে সে শুনেছে চাপা ঝগড়া, দাঁত নখ,
ছিন্ন ভিন্ন মা আর বাবার ।

আমার সামান্য মেঘ

আজ মৃত্যু শুরু করা ভালো এই দিবস নিশীথে ?
আজ শীত গ্রীষ্মবোধ শেষ যদি জীবনকুসুম
ফোটো, তবে স্ফুটমান স্বপ্নে করো আগমনী গান—
ন'কড়া ছ'কড়া দরে তুমি দ'ও সততা প্রমাণ

প্রমাণ দিতেই, যদি প্রমাণ দিতেই পৃথিবীতে
আসা, তবে আসামাত্র আশার আশা জীবনকুসুম
মেঘরূপে জন্ম নেয়, একদিন দেবতার বরে
প্রতিবেশীদের ঘরে অপরূপ বৃষ্টি হয়ে পড়ে

আমারও সামান্য মেঘ ওইভাবে নেমে একদিন
বলেছে, 'অঙ্গন মানে জানো তুমি ? নৃত্য মানে জানো ?
জানো স্বপ্ন শুরু করা ? একাকার জানো রাত্রি দিন ?
মনে মনে স্বর্ণধান আনো যদি, কার জন্য আনো ?—'

এর কোনো উত্তর হয় ?—নদী জলে খেয়া নৌকা তার
একাকী বেরিয়ে পড়ে, তলিয়েও যায় সে একাকী—
কখনো নৌকায় আমি কখনো বা তীরে বসে থাকি—
শীত গ্রীষ্ম ফিরে যায়, দেখা যায় না এপার ওপার...

মুহূর্ত

একটি অগ্নি—আনন্দ মৃত্যুর।
এই মুহূর্তে লতাপাতা পুড়ে মরো
স্পর্শমাত্র শক্ত চন্দ্রচূড়
পরমুহূর্ত বলে আর কিছু নেই
করো, চুম্বন করো

মৃত্যুর চেয়ে আনন্দ মৃত্যুর
আগের পলকে।
একটি অগ্নি সেই
সমুদ্রে নেমে পলক ছুঁয়েছে যেই
বাঁধা জল ফুঁসে ওঠে—
যাক, সমস্ত রসাতলে যায় যাক
দাগ করে দাও ঠোঁটে

ঠোঁট ডুবে যাক, মাথা ডুবে যাক বুকে
নন্দিত করি দুইদিকে দুই বৃন্তের মৃত্যুকে—
একবার, একবার।

এই সে-মৃত্যু—আনন্দ অগ্নির
এই সে-মৃত্যু—জন্মের চেয়ে বড়
আরো আরো আরো আরো চুম্বন কর
এই মুহূর্ত ছাড়া আর কিছু নেই
কিছু নেই আর পিছু ফিরে দেখবার
যে ছিল যেমন সে তেমন ভাবে থাক
কী আছে ভয়ের ? ভাবার কী আছে ? জেনো পরদিন থেকে
তোমাকে, তোমাকে,
তোমাকে ছোঁব না আর !

দাগী

নতুন কবি, আমি তোমার তরুণ ঘৃণায় উপচে উঠি
বাড়ি ফেরার সময় আমি তোমার দেওয়া নিন্দাচিহ্ন
সঙ্গে নিয়ে যাই

তরুণ কবি, আমি তোমার অরুণ-বরণ ক্রোধের অর্থ
বুঝতে যদি চেষ্টা করি, দোষ নিও না, তুমি আমার
ভাইয়ের ছোট ভাই

তরুণ কবি, জানো, আমায় বিষাদময় একটি মেয়ে
আকুল করা চিঠি লিখেছে ? আমি তাকে তোমার দিকে
এগিয়ে দিতে চাই

তরুণ কবি, আমি তোমার ক্রোধের সামনে ঘৃণার সামনে
আজীবনের লেখা আমার পেতে রাখবো ধুলোয়, তুমি
যেমন খুশি মাড়িয়ে যেও ছাই ।

পূর্বাচল

নতুন মেঘ পুরোনো মেঘে এসে
মিশেছে, এই আকাশভেলা কার ?

আবার বায়ু ছুটেছে বায়ুবেগে
উপায় নেই অস্তে ফেরাবার ?

আমার মেঘ লিখেছি কোন্ মেঘে
এই তো ঘর, ঘরকে জ্বালাবার

দোল দিলাম—এবার যাও ভেসে
নতুন মেঘ, পূর্বাচলপার ॥

ছই

আকাশে একটি ছই
অস্তের আলো পড়ে

ছইয়ের তলার ঘরে
বকুল পারুল সই

আকাশে একটি ছই
তারাটির আলো পড়ে

বাজ বিদ্যুৎ পড়ে
দপ্ ক'রে জ্বলে ছই

ছইয়ের তলার ঘরে
দিবানিশি দুই সই

এপার ওপার করে
খেয়া নেই, শুধু ছই ॥

মেঘবালিকার জন্য রূপকথা

আমি যখন ছোট ছিলাম
খেলতে যেতাম মেঘের দলে
একদিন এক মেঘবালিকা
প্রশ্ন করল কৌতূহলে

"এই ছেলেটা
নাম কী রে তোর ?"
আমি বললাম,
"ফুসমন্তর !"

মেঘবালিকা রেগেই আগুন,
"মিথ্যে কথা । নাম কি অমন
হয় কখনো ?"
আমি বললাম,
"নিশ্চয়ই হয় । আগে আমার
গল্প শোনো ।"

সে বলল, "শুনব না, যা—
সেই তো রানি, সেই তো রাজা
সেই তো একই ঢালতলোয়ার
সেই তো একই রাজার কুমার
পক্ষিরাজে—
শুনব না আর ।
ওসব বাজে ।"

আমি বললাম, "তোমার জন্যে
নতুন ক'রে লিখব তবে "

সে বলল, "সত্যি লিখবি ?
বেশ তা হলে
মস্ত করে লিখতে হবে ।
মনে থাকবে ?
লিখেই কিন্তু আমায় দিবি ।"

আমি বললাম, "তোমার জন্যে
লিখতে পারি এক পৃথিবী।"

লিখতে লিখতে লেখা যখন
সবে মাত্র দু-চার পাতা
হঠাৎ তখন ভূত চাপল
আমার মাথায়—

খুঁজতে খুঁজতে চলে গেলাম
ছোটবেলার মেঘের মাঠে
গিয়েই দেখি চেনা মুখ তো
একটিও নেই এ-তল্লাটে

একজনকে মনে হল
ওরই মধ্যে অন্যরকম
এগিয়ে গিয়ে বলি তাকেই!
"তুমিই কি সেই? মেঘবালিকা
তুমি কি সেই?"

সে বলেছে, "মনে তো নেই
আমার ওসব মনে তো নেই।"
আমি বললাম, "তুমি আমায়
লেখার কথা বলেছিলে—"
সে বলল, "সঙ্গে আছে?
ভাসিয়ে দাও গাঁয়ের ঝিলে!
আর হ্যাঁ, শোনো—এখন আমি
মেঘ নই আর, সবাই এখন
বৃষ্টি বলে ডাকে আমায়।"
বলেই হঠাৎ এক পশলায়—
চুল থেকে নখ—আমায় পুরো
ভিজিয়ে দিয়ে—
অন্য অন্য
বৃষ্টি বাদল সঙ্গে নিয়ে
মিলিয়ে গেল খরস্রোতায়
মিলিয়ে গেল দূরে কোথায়

দূরে দূরে···

"বৃষ্টি বলে ডাকে আমায়
বৃষ্টি বলে ডাকে আমায়—"
আপন মনে বলতে বলতে
আমি কেবল বসে রইলাম
ভিজে একশা কাপড়জামায়
গাছের তলায়
বসে রইলাম
বৃষ্টি নাকি মেঘের জন্য

এমন সময়
অন্য একটি বৃষ্টি আমায়
চিনতে পেরে বলল, "তাতে
মন খারাপের কী হয়েছে !
যাও ফিরে যাও—লেখো আবার ।
এখন পুরো বর্ষা চলছে
তাই আমরা সবাই এখন
নানান দেশে ভীষণ ব্যস্ত ।
তুমিও যাও, মন দাও গে
তোমার কাজে—
বর্ষা থেকে ফিরে আমরা
নিজেই যাব তোমার কাছে ।"

এক পৃথিবী লিখব আমি
এক পৃথিবী লিখব বলে
ঘর ছেড়ে সেই বেরিয়ে গেলাম
ঘর ছেড়ে সেই ঘর বাঁধলাম
গহন বনে
সঙ্গী শুধু কাগজকলম

একাই থাকব । একাই দুটো
ফুটিয়ে খাব—
দু-এক মুঠো
ধুলো বালি—যখন যারা

আসবে মনে
তাদের লিখব
লিখেই যাব !

এক পৃথিবীর একশোবকম
স্বপ্ন দেখার
সাধ্য থাকবে যে-রূপকথার—
সে-রূপকথা আমার একার ।

ঘাড় গুঁজে দিন
লিখতে লিখতে
ঘাড় গুঁজে রাত
লিখতে লিখতে
মুছেছে দিন—মুছেছে রাত
যখন আমার লেখবার হাত
অসাড় হল,
মনে পড়ল
সাল কি তারিখ, বছর কি মাস
সেসব হিসেব
আর ধরিনি
লেখার দিকে তাকিয়ে দেখি
এক পৃথিবী লিখব বলে
একটা খাতাও
শেষ করিনি !

সঙ্গে সঙ্গে ঝমঝমিয়ে
বৃষ্টি এল খাতার উপর
আজীবনের লেখার উপর
বৃষ্টি এল এই অরণ্যে
বাইরে তখন গাছের নীচে
নাচছে ময়ূর আনন্দিত
এ-গাছ ও-গাছ উড়ছে পাখি
বলছে পাখি, "এই অরণ্যে
কবির জন্যে আমরা থাকি ।"
বলছে ওরা, "কবির জন্যে

আমরা কোথাও আমরা কোথাও
আমরা কোথাও হার মানিনি—"

কবি তখন কুটির থেকে
তাকিয়ে আছে অনেক দূরে
বনের পরে, মাঠের পরে
নদীর পরে
সেই যেখানে সারাজীবন
বৃষ্টি পড়ে, বৃষ্টি পড়ে
সেই যেখানে কেউ যায়নি
কেউ যায় না কোনোদিনই—
আজ সে কবি দেখতে পাচ্ছে
সেই দেশে সেই ঝরনাতলায়
এদিক-ওদিক ছুটে বেড়ায়
সোনায় মোড়া মেঘহরিণী—
কিশোরবেলার সেই হরিণী !

একটি দুর্বোধ্য কবিতা

এবার লক্ষ্মীশ্রী মুছে গেছে
লেগেছে কী তীব্র রূপটান
এইবার পথে বেরোলেই
সকলের চক্ষু টানটান

বাড়ি ফিরে সেই এক সংসার
সেই এক সাধারণ স্বামী
আজ শান্ত, কাল উদাসীন
বই নিয়ে আছে তো আছেই
অভিযোগ করাই বোকামী

অবশ্য মানুষটা ভালোই
নেশা নেই, ঠিক সময়ে ফেরে
অসুখ হলে উতলাও হয়
ছুটি নেয়, সেবা যত্ন করে
আমি ছাড়া অন্যকে জানে না
তাতেই কি সব হয়, বলুন ?

সব কিসে হয় মা জননী ?
বলো সে-কারণগুলি খুঁজি
এই বাড়ি ছাড়া অন্য বাড়ি
গেলে সব পেয়ে যেতে বুঝি ?

সারাদিন সেই এক সংসার
সেই এক জানলা আর ছাদ
কাজের লোকের তদারকি
ন'টায় ও বেরিয়ে গেলেই
সমস্যা ও স্মৃতিকথা-সহ
সেই এক শ্বশুর শাশুড়ি

সে কবে কলেজবেল' ছিল
ছিল কত সাইকেল-যুবক
তাদের ফিরিয়ে দেওয়া ছিল

সুন্দর ফিরিয়ে-দেওয়াগুলি
আজ মনে পড়ে কি পড়ে না
আজ বুঝি কুড়িতেই বুড়ি !

কুড়ি নয় ; তিনের কোঠায় ।
এইবার ঝরে যাবে ধার—
দিন, বুঝি দিন চলে গেল
চোখ থেকে মুগ্ধতা পাবার ।
কদিন, কয়েকদিন পরে
কেউ যদি না তাকায় আর ?

আজ আরো ছোটো হোক চুল
খাটো হোক অঙ্গের বসন
আরো যত্নে মাজা হোক ত্বক
আরো তীব্র বাঁকা হোক ভুরু
এইবার পথে বেরোলেই
কী জিনিস বেরিয়েছে, গুরু !

এই তো লক্ষ্মীশ্রী মুছে গেছে
আজ থেকে জেল্লা মার-মার
আজ থেকে স্বাধীনতা জারি
কাল ছিলে বধূমাতা, আজ
নারীমাংস, নারীমাংস, নারী····

পথে পথে সহস্র পুরুষ
মনে মনে নোংরা করবে তোকে
তাই নিয়ে অবুঝের মতো
গর্ব হবে তোর, হতভাগী

আমি কবি, দুর্বল মানুষ
কী ভাবে বাঁচাবো তোকে, ভাবি····

জাগরণ

আগুন যখন চোখ ধুয়ে দেয়
গান যখন দাঁড়ায় ওই চন্দ্রতারা ছুঁয়ে
হাওয়া যখন মৃত্যুফুল, বাতাস যখন তরঙ্গের শুরু
জল যখন ঢেউয়ের সুপ্তিতে কেবল ঋতুর জন্মদিন

আমি তখন ঘুমন্ত সব কুসুমদের বলি আমার
মৃত্যু অভিজ্ঞতা
আমি তখন বিছিয়ে দিই পুষ্প জাগরণ
কুসুম বোন বনকুসুম ঢেকে

আর খেয়া আমার রাঙা আলোর নদীর মধ্যে
খাদের পরে খাদ পেরিয়ে ছুটন্ত যখন
আমি ছইয়ের মধ্যে লুকিয়ে পড়ি, জড়িয়ে ধরি, ঢেউ দিয়ে ঢেউ দিয়ে
আবার ওকে জাগাই ঘুম থেকে...

পাখির বিষয়ে কবিতা

যখন পথের পাশে পেয়ে গেছি একটি বৃক্ষকে
যখন বৃক্ষের পাশে পেয়ে গেছি পাতার কুটির
যখন কুটিরপার্শ্বে পেয়ে গেছি রাঙা নদীখানি
যখন নদীর পাশে পেয়ে গেছি একফালি ভুঁই
ভুঁই থেকে উঠে আমি যখন হয়েছি ভুঁইফোঁড়
তখন তো বৃক্ষে উঠে হবেই হাওয়ায় কাঁপা ডাল
ডালে এসে বসবেই একটি পাখির মতো পাখি
এবং সে-পাখি বলবে : 'কুটির সাজাতে আমি জানি
ও গাছ জিগ্যেস করো, ও নদী জিগ্যেস করো ওকে
একটু কি ভালো লাগবে, একটু কি শান্তি হবে ওর
যদি সব ছেড়ে দিয়ে আজ
আমি এসে ওর সঙ্গে থাকি ?'

কবে আমি বাহির হলেম

চলেছি, মোষের পিঠে ক'রে চলেছি, মাথার ওপর পাকখাওয়া
মশকদল তাড়িয়ে তাড়িয়ে চলেছি
শত বীণা আর শত বেণুরবের মধ্য দিয়ে
উদ্বোধন করতে করতে চলেছি জুবিলী
সুগন্ধী সব গলির মুখে নানাবর্ণের কত খোঁপার ফুল
দুহাতে ছড়িয়ে আর দুপায়ে মাড়িয়ে চলেছি
চলতে চলতে বোনেদের হাতে দিলাম খাট্টামিঠা পান খিলি খিলি
এই ওর নাকটা একটু নেড়ে দিলাম ওই ওর অমুকটা একটু....
আরো কোথায় কোথায় নতুন নতুন কী কী সুগন্ধ উঠেছে
তার খোঁজখবর করতে করতে চলেছি
বেনাবনের মধ্যে দিয়ে
অমূল্যসুন্দর সব মুক্তো আর কিরণময়ী কত গহনা যথাইচ্ছে ছড়িয়ে দিয়ে
ছাড়িয়ে নিয়ে পরিকল্পনার টান
ভালোমন্দ কথা সব গুছিয়ে রেখে মনে
চলেছি, মোষের পিঠে ক'রে চলেছি, শূন্যে ওড়া হাজার হাজার
মশকদল তাড়িয়ে তাড়িয়ে
জঙ্গলে, ও বায়ুবেগ, পিছু নিলাম তোমার, পড়িমরি দৌড় ধরলাম
ঝটিতি তোমার কেশ একটুখানি স্পর্শ করলাম হাতে আর
জগতের লোকের এত কৌতূহল কী বলবো সেই অসীম কৌতূহলে
পাড়ার সবাইকেই বড় আনন্দ ক'রে দেখালাম ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখালাম
এই হাতখানি আমার
আর হাত কিনা পদ্ম হয়ে এই তোমার বসনাঞ্চলে লুকোয় তো
ওই গিয়ে ঝিলের জলে ভোরবেলা ফোটে, ও মাগো, মাগো,
ও আমি কোথায় যাবো এবার কী ক'রে চান করবো ভাত খাবো
ও আমি কোথায় গিয়ে বলবো : পাখি সব—করো রব ।
কোথায় গিয়ে করবো তুলারাম খেলারাম, ও আমি ও আমি
ও আমি কোন সিন্ধুপারে কোন্ জাহান্নামে গিয়ে বলবো :
ওঠো, জাগো
'গোমুখ্যু ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী' ধ'রে ধ'রে পাখিপড়া করবো
কোথায়
কোথায় বলবো : রণে তৈয়ার হও । কোমর বান্ধো । ট্রাম বাস পোড়াও ।
শুকনো ডাঙায় খাও আচ্ছারকম
আছাড় ।

নইলে আর কবে তেমন হাঁকডাক হবে, বাজি ফুটবে কবে,
কবে আর নিজ নিজ আসন গ্রহণ করবে বন্ধুগণ
অত সুন্দর সব কমলা আর ডালিম আর ন্যাসপাতি হস্তাবলেপনে
ধন্য করবে কবে আর
এদিকে যে বৃন্তমুখে এসে কী উদগ্রীব হয়ে আছে মন
তা যদি এখনই মন থেকেই না বুঝতে পারলে তবে আর
গালাগাল ক'রেও তো শান্তি পাবে না
হে অধোবদন, হে নতমুখ, তোমাকে আর কী বলবো ?
শুধু এইটুকু বলি যে
আমি জীবনে যাইনি,
আমি জীবনে যাইনি ভাটিখানায়, জীবনে যাইনি কালো মুখঢাকা
মৃৎপাত্রের মধ্যে, হাওয়াশকুনের ঝাপটায় আর ঝাপটায়
সূর্যের চিহ্ন না-থাকা জঙ্গলের মধ্যে মাটির উপর উৎপাটিত কত
খড়্গের মতো শিকড় আর বিষদাঁতের উপর দিয়ে ধাক্কা খেতে খেতে
গিয়েছি শুধু, এসেছি শুধু ধাক্কা খেতে খেতেই—দৈবাৎ
প্রেমেও পড়েছি উপুড় হয়ে, মৃত্যুকে আমার নিচে শুইয়েও আমি
তার সঙ্গে মিলিত হতে ভুলে গিয়েছি আর তার অর্ধখোলা ঝিনুকের ভিতর
সামান্য একটু সর্পফণা দেখেও আমি ছুঁয়ে দেওয়ার বদলে
ছবি আঁকতে ছুটেছি গুহায়। কিন্তু জীবনে যাইনি, জীবনে যাইনি
ভাটিখানায়, যাইনি সমুদ্রতীরে, ছুটি কাটাইনি একদিনও আমি
জীবনে যাইনি উড়নতুবড়ির মধ্যে, 'রামধনু সে উঠবে যখন
আনব তারে পাড়ি' ব'লে
গান গাইনি কখনো
আমার স্বদেশী-করা বাবার মরদেহের অনুগমন করিনি আমি কেওড়াতলায়
স্বদেশী-করা কাকে বলে তা-ই আমি বুঝিনি কখনো, কিন্তু
পরদেশিনীর কাছে গিয়ে বলেছি : 'জরা আঁখিয়া মিলানা', আর
বন্ধুত্ব পেতেছি, চিনি দিয়ে, পেতেছি বন্ধুত্ব, পিঁপড়ের সঙ্গে, পিঁপড়েকে
নিয়ে গিয়ে
গর্ব ক'রে ছেলেবেলার সঙ্গী ব'লে পরিচয় করিয়ে দিয়েছি
বাষ্পাকুল স্বরে বলেছি
পিঁপড়ে, দ্যাখো পিঁপড়ে, কী অদ্ভুত একটা প্রাণী তুমি, তোমাকে চিঠি
লিখলে উত্তর দেবে তো ? বলবে তো কী তেমন বারতা আছে
তোমার পিপীলিকা জন্মের যা তুমি জানো কিন্তু বলছো না ?
তোমার সবচেয়ে খারাপ অভিজ্ঞতা কী ? সে কি গোপনতাকে
টুঁটি টিপে বহন করা ?

তা-ই তা-ই, আমারো তা-ই
কিন্তু কেবল এই গরল, কুষ্ঠ, আর ক্ষয় বলবার জন্যই তো নয়
আমি তো মেঘ আর সূর্যালোক বলবার জন্যও তৈরি হয়েছিলাম
সব অতীত দূর-অতীত বর্তমান, সব উপাদান ও সাধ্য,
সব তর্ক ও প্রতিতর্ক সব, জীবনের সব মৌল ও যৌগ ধাতুগুলি
আমি কি পানপাত্রের মতো তুলে ধরতে চাইনি বৃষ্টির প্রতি,
আলোর প্রতি, চিরজীবিত নক্ষত্র আয়ুর প্রতি ?—
ধৈর্যের শেষতম সীমার উপর উঠে দাঁড়িয়ে আমি কি ধারণ করিনি
সেই অসহনীয় দৈব ? আমি কি পেরিয়ে যাইনি সেই অসহনীয় দৈব ?
যে-আমি আসলে আমি নয়, যে-আমি যে-কোনো মানুষ,
যে-আমি প্রথম গণিতবিদ, যে-আমি বীণার আবিষ্কারক
কিন্তু পিঁপড়ে, এই তোমাকে দেখলেই না আমি কেমন অভিভূত হয়ে
যাই !
কী অদ্ভুত লাগে আমার তোমাকে—কাঁপা কাঁপা ওই পাখাদুটি
কোন্ সোনার প্রতিমার হাত থেকে পিঠে লাগিয়েছে গো ? কী নাম
সে মেয়ের ? বাড়ি কোথায় ?—তুমি যথা ইচ্ছা তথা যাচ্ছো
কিন্তু কত চুপি চুপি যাচ্ছো বলো তো ? ভবসিন্ধু বড় ভয়ানকভাবে
উতরোল
কোথাকার জিনিস কোথায় ডুবিয়ে কোন্ দেশে কোন্ বন্দরে কোন্
বেলাভূমিতে ভাসিয়ে তুলবে তার ঠিক কী ?
তোমার কিন্তু প্রাণে একটুও ডর নেই, তোমার কিন্তু মাইকে গান নেই,
তোমার পায়েসে একটা দুটোও কিসমিস নেই, তোমার পায়েসই নেই
তাই ওসবের তোয়াক্কাও নেই—দেখি তুমি দিব্যি উড়ে উড়ে
ঘুরে ঘুরে কাঁপা কাঁপা ডানায় কেমন পার হয়ে এলে
ওই অতবড় একটা সাগর আর অতগুলো জনপদ !
তুমি কি পিঁপড়ে ? পাখা-ওঠা পিঁপড়ে কি ? নাকি মশা ?
নাকি ডানাওলা কোনো পতঙ্গ তুমি ? ও পতঙ্গ, প্রাণীবিদ্যায়
তোমার ভালো নাম কী ? আমি তোমাকে তোমার সেই
ভালো নামেই সম্বোধন করতে চাই ! ও সূক্ষ্ম বিমান, বলো তো
তুমি তীরে তীরে অত কলরোল আর অত হাজার লোকের
ঊর্দ্ধমুখী দৃষ্টি
কেমন ক'রে অতিক্রম ক'রে আসতে পারলে ? ভাবলে আমি
শুধু তাজ্জবই হই না, একেবারে ভিরমি খেয়ে যাই
মাঝে মধ্যে অবশ্য বাতাসের দোল লেগে একটু আধটু পথভ্রষ্ট হয়েছিলে
তা সে কে না হয় ? বুকে হাত রেখে কে বলবে

হাঁ, সতী আছি ! কে বলবে তার ঘরে ভাঙন নেই
স্খলিত হবার সেই মুহূর্ত, মুহূর্তের সেই অসম্ভব রোমাঞ্চ
প্রত্যেকে, প্রত্যেকেই ভোগ করে, কাঁপে, চমকায়, শিউরে ওঠে,
আনন্দে একেবারে মরে যায় যেন
অনুতাপ ?—সে তো অনেক পরের কথা

তাহলে ? তাহলে কি এইবার আমিও আমার একনিষ্ঠা ছুঁড়ে ফেলবো
রাস্তায় ?
নিজের মুখচোরা চরিত্রকে পায়ের তলায় ফেলে মুখে থুতু ফেলবো কি
তবে ?
বহুদিন সভয়ে সভ্যলোক থাকার পর রোমাঞ্চহীন থাকার পর স্বইচ্ছায়
হবো কি চ্যুত ?—বেশ, হতে পারি । তার আগে বলো কী দেবে ?
—ঠোঁটে ঠোঁট চেপে রেখে দেবো জোর ক'রে, সারারাত একটাও কথা
বলতে দেবো না
দেখি তুমি এত রাগ এত ঘেন্না কোথায় রাখো ।
কোলে মুখ শুয়ে পড়বো—তোমাকে একফোঁটাও ঘুমোতে দেবো না
তোমাকে কী ভাবে কোন শাস্তি দিতে হয় আমি জানি
কোন্ কোন্ শাস্তি তোমার পছন্দ ? নাও, এই নাও, ধরো, নাও—
বলো এইবার কী করবে তুমি ? বল্, এ্যাই ছেলে, কী করবি তুই ?
না কথা নয়, একটাও পুরোনো কথা নয়, কিছুতেই না, না বলছি,
সমস্ত ভোলাবো, ভুলিয়ে দেবো, ভুলে যাও ভুলে যাও ছেলে, শুধু
এই রাত্রি, এই কয়েকটি মাত্র মুহূর্তই আমার, আর
সকাল হলেই, আলো ফুটলেই সব
তোর, তোর, তোমার, আপনার·····ছেড়ে যাবো ।

ছেড়ে সত্যিই গেল ।
আর ছেড়ে যেতেই আমিও, বুঝলে, বেরিয়ে পড়লাম দিগ্বিজয়ে
ঘোড়া নিয়ে বেরোলাম । ঘোড়া গেল মরে তো নিলাম নৌকো ।
নৌকো গেল ডুবে তো ভাসলাম কাঠ আঁকড়ে ।
কাঠ গেল ফসকে তো রইলো
কুটো, হ্যাঁগো কুটো ।
সেই কুটোই মাত্তর সম্বল ক'রে ওই কতটা ভেসে ভেসে গেলাম
তবে না পেলাম একটা কূল । মানে বালুকাবেলা ।
মানে যেখানে সবাই কুড়ায় ঝিনুক ; যেখানে সবাই হাত ধরাধরি করে ।
গান বাজায় টেপে ।

আর চাঁদ তার একঘেয়ে শোভা দেখায় একঘেয়ে ঝাউবনে
না সেই বালুকাবেলায় নয় সেই সৈকতেও না
অন্য কোথা অন্য কোনোখানে
কোন্ নারকোলবীথির ছায়ায় সেই এক সমুদ্রতীরে আমি পেলাম কূল
আর একটা রঙচঙে ছবি আঁকা রূপকথার বই খুলে তার থেকে বেরিয়ে
পড়লো

এক জেলের মেয়ে
আর ঘাটের দিকে গেল ভোরবেলা, যেমন যায়, মাছ ধরতে না চান করতে
না

কাপড় কাচতে না কী করতে কে জানে
কিন্তু গেল, আর আমাকে পেলো বালির ওপর অজ্ঞান অবস্থায় আর
মেয়ের মা বললো
ওমা এ কাদের ছেলে গো এর এমন দশা কে করলো
আর ওরা আমায় নিয়ে গেল কোন কুটিরে
আর সেবা শুশ্রূষা করলো কেমন আর কেমন ক'রে আমায়
সারিয়ে তুললো সেই মেয়ে
যাতে পরে আমি তার সাথে বেইমানি করতে পারি পালিয়ে যেতে
পারি তারই সহেলীকে নিয়ে ধরা পড়তে পড়তেও
একচুলের জন্য বেঁচে ফিরতে পারি ডালকুত্তাসহ পাহারাদারদের হাত
থেকে

সে গল্প, আজ নয়, অন্য একদিন বলা যাবে।

আজ শুধু জানাই যে আমার বাসনাপাত্র
খালি পড়ে আছে খাঁ খাঁ করছে এখনো
আমার জীবনপাত্র আমার হাত থেকে ছিটকে গিয়ে পাথরে পাথরে
ঠোক্কর খেতে খেতে প্রায় উড়ে চলেছে জলশূন্য
সমুদ্রের ভিতর দিয়ে

আর আমি তার একটা ভাঙা টুকরোর জন্যও হা পিত্যেশ করিনি
বসে থাকিনি কত আশায় আশায় বুক বেঁধে
পরোয়া করিনি কিছুই
আবার আমি বেরিয়ে পড়েছি প্রথমে ছাগলে টানা গাড়িতে
তারপর কুকুরে টানা গাড়িতে
ঝম্‌ঝম্ ঝম্‌ঝম্ ক'রে আবার আমি বাজাতে থেকেছি
আমার কণ্ঠ ঝুমঝুমি
আর ঝন ঝনাৎ ক'রে আমার থালার উপর পড়তে থেকেছে

বহুমূল্য সব ছন্দ আর নানা ডিজাইনের সব অলঙ্কার
তখন লোকে আমায় বললো নমস্কার শাস্ত্রীমশায় নমস্কার
আর আমার কাঠের গাড়ির মধ্যে বসিয়ে দেওয়া হলো নরম গদি
শহরের সব ব্যবসায়ীরা এককাট্টা হয়ে বললো : 'উহুঁ এ চলতে পারে না
এবার একটা বালকভোজন করাতেই হবে—'
আর স্টেশনবাজার থেকে সোজা একদম
নাক বরাবর নদীর ধার পর্যন্ত টানা রাস্তার দুধারে
পাতার উপর পড়তে লাগলো খিচুড়িভোগ বাঁধাকপির ঘ্যাঁট আর
টমেটোর চাটনি

আর ব্যাচের পর ব্যাচে বসে পড়তে লাগলো কাঙালীচরণ আর বাঙালীচরণ
তাদের জ্ঞাতগুষ্টি সহ
লক্ষ্মীর মা এসে খেয়ে গেল হাতে একটা কোলে একটা আর
পেটের মধ্যে একটাকে নিয়ে
খেয়ে উঠে কেউ কেউ খালি কলার পাতায় চেপে পার হতে লাগলো
চূর্ণী নদী
কেউ খোশমেজাজে ঝগড়া বাধালো পাশের লোকের সঙ্গে কেউ কলার
পাতার

উপর দাঁড়িয়ে ছরছর করে পেচ্ছাপ করতে লাগলো নদীতে আর
তাই দেখে কেউ হ্যা হ্যা করতে লাগলো খুব
আর দুই পংক্তির মধ্যে দিয়ে গার্ড অফ অনার নিতে নিতে
এগিয়ে চললো প্যাকিং বাক্সের তৈরি
আমার কুকুরে টানা গাড়ি
আমার ছাগলে টানা গাড়ি
সবার অলক্ষ্যে আমি হ্যাত তেরি কি শালা
বিরক্ত ক'রে মারলো দেখছি ব'লে লাফ দিয়ে পড়েছি
সোজা সেই জঙ্গলের ধারে এক মোষের পিঠের উপর....

সেই থেকে আমি চলেছি এক মোষের পিঠে
শূন্যে ওড়া মশক তাড়িয়ে তাড়িয়ে চলেছি
ক্ষুরের ধুলোয় ধুলোয় ঝাপসা ক'রে দিয়ে উপত্যকা
ধাক্কায় ধাক্কায় গুঁড়ো ক'রে দিয়ে বাড়িঘর
চলেছি, মোষের পিঠে ক'রে চলেছি আর
রাজপথ থেকে তুলে নিচ্ছি দগ্ধ আর অর্ধদগ্ধ ছাত্রছাত্রীদের
আর তাদের ঝুপঝাপ ক'রে ডুবিয়ে দিচ্ছি ঝর্নায়
আর তারা উঠে আসছে নতুন ঝকঝকে শরীর নিয়ে

আমি গলাকাটা বামুন আর পেটকাটা মৌলবীকে
একগাছা দড়ি দিয়ে এক বাণ্ডিলে বেঁধে
ছুঁড়ে দিচ্ছি পৃথিবীর বাইরে
আমি দাঁড় বাইবার কাজ নিচ্ছি বড় বড় শ্রেষ্ঠী আর
সওদাগরদের জাহাজে আর আমার পা শেকল দিয়ে আটকানো থাকছে
পাটাতনের সঙ্গে
আর আমি খুলে ফেলছি শেকল
আমি গোলাম খাটছি, সারাদিন গোলাম খাটছি খামারে
আর রাত্রিবেলা আলো ধ'রে প্রভুপত্নীর কাছে নিয়ে যাচ্ছি পরপুরুষকে
আমি গুপ্তঘাতককে দেখিয়ে দিচ্ছি মালিকের চোরা দরজা
আর আমি খেয়ে দেখছি চাঁদের ভেতরকার খনিজ পদার্থসমূহ
আমি দেখছি ভূগর্ভের নিম্নদেশ থেকে মরা আগ্নেয়গিরির
গলা পর্যন্ত ছাপিয়ে উঠছে বিষাক্ত জল আমি চুমুক দিচ্ছি
সেই জল
আমি জীবন্ত আগ্নেয়গিরির মুখে মুখ চেপে ধ'রে সুড়ুৎ ক'রে
টেনে নিচ্ছি পৃথিবীর মগজ
আর অমৃত, আঃ অমৃত ছড়িয়ে পড়ছে আমার শরীরে
ছুটছে, তীব্র ছুটে যাচ্ছে আমার বাহন
তার পায়ের তলায় গরম ধোঁয়ার কুণ্ডলী তার পায়ের তলায়
গরম মেঘের কুণ্ডলী মেঘের তলায় আরো বিস্ফারিত নীহারিকার মেঘ
এ আমি কীসের পিঠে উঠেছি আজ ? এ কোন প্রাণী ?
তার ডানা দেখা যাচ্ছে না কিন্তু গর্জন শোনা যাচ্ছে বিশাল আর
ঝাপটানো সেই ডানার
তার শরীর দেখা যাচ্ছে না কিন্তু গতি বোঝা যাচ্ছে সমস্ত কল্পনার
অতীত সেই গতি
এ কোন প্রকাণ্ড মশকপৃষ্ঠে উড়ে চলেছি আজ শূন্যে শূন্যে
উড়ন্ত সব মেঘ তাড়া ক'রে
এ কোন অতিকায় পতঙ্গ আজ উড়িয়ে নিয়ে চললো আমায়
উড়িয়ে নিয়ে চললো সূর্য গ্রহ চাঁদ তাড়া ক'রে
লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র তাড়া ক'রে·····

ছুটি

ও দূর, এবার
কাছে থাকো।
কূল, তুমি ভেসে পড়ো জলে
বলো তুমি আমায় কী ব'লে
ডাকবে
        যদি নাম না-ই রাখো
        ডাকনাম না-ই দাও যদি
আমার—তোমার—আর ছেলেমেয়েদের ?
ওরা সব পথের পথের।
ওরা সব অচেনা নদীর।
        আমরাও তাই
            ভাই
                ছুটি
                    রোদে পুড়ে পুড়ে
জলে ভিজে
এনেছি নিজের
            একমুঠি
মেঘ, সে তোমার জন্য।
স্নান ক'রে আসি তবে
            বসি থালা পেতে
অতটা আকাশপথে যেতে
বড় পথশ্রম। কষ্ট
তোমারও কি কম ?
            এই রোদে পুড়ে পুড়ে
জলে ভিজে
এনেছি যে
বজ্র, নীল বাজ
সে তোমার, সে তোমার আজ।
কাজ আমার, আজ তুমি ছুটি—
                ভাই
                    ছুটি
                বলো তো আমার সঙ্গে, এভাবে আমার সঙ্গে উড়ে
খুশি ? তুমি খুশি ? বলো, খুশি ?

তোমাকে চিঠির বদলে

খেলনা হাওয়ায় তৈরি
অস্ত্র শিশিরে বানানো
কুটির গন্ধে তৈরি
ছেলেমেয়ে মেঘে বানানো
দোষ সন্দেহ শত্রু
সব রামধনু-রাঙানো

আজ ভোরে এই কথাটি
আমার এ ছোটো কবিতায়
রৌদ্রেই শুধু জানানো !

— ——